রূপের ফাঁদ

রঙ্গ-গীতিনাট্য

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!"

রবীন্দ্র।

শ্রীসুরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শনিবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৩২২ সাল,
মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

উৎসর্গ।

সোদর-প্রতিম

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

করকমলে।

দানি দা,

ধর্ম্মসম্পর্কে তুমি আমার গুরুভাই; তুমিও ছোট ভাইয়ের মত চিরদিনই আমায় স্নেহ কর; সে স্নেহ সরল,—সত্য,—নির্ম্মল। যে তোমাকে জানে,—যে তোমার হৃদয়ের পরিচয় পাইয়াছে,—মুগ্ধ হৃদয়ে সে মুক্তকণ্ঠে বলিবে,—"কানুর পীরিতি, চন্দনের রীতি, ঘসিতে সৌরভময়!" এই রঙ্গ-গীতিনাট্যখানি লইয়া তোমার আশীর্ব্বাদ-প্রার্থী ভাই,—আজ তোমার নিকট উপস্থিত। ছোট ভাইয়ের পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির উপহার, স্নেহের চক্ষে,—ভ্রাতৃপ্রেম-পূর্ণ-হৃদয়ে গ্রহণ কর। ইতি—

"সুরেন্দ্র-কুটীর"
ঘুঘুডাঙ্গা, কলিকাতা।
৯ই ভাদ্র, ১৩২২।

তোমার চির-স্নেহের
সুরেন্

চরিত্র।

পুরুষ।

আবদুল ফজেল	জনৈক তুরস্কীয় সুবেদার।
ইয়াকুব	ঐ আশ্রিত, অবসর-প্রাপ্ত সাধারণ সৈনিক।
ফয়জাতুল্লা	ঐ প্রতিবেশী মুসলমান দরজী।
সোরাবজী	জনৈক পার্সী যুবক।
মীর সাহেব	অর্থপ্রিয় বৃদ্ধ য়িহুদী ডাক্তার।

বড় সুবেদার, বেয়ারা, মোল্লা, ওস্তাদজী, চক্ষুরোগী, ভগ্নহস্ত-রোগী, বাতগ্রস্ত রোগী, হিজড়ে, পাহারাওয়ালাদ্বয়, মেষচারক-বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মরিয়ম	আবদুল ফজেলের রক্ষিতা।
মৈনু	ঐ বাঁদী।
ফৈজী	ইয়াকুবের স্ত্রী।
আমিনা	মীর সাহেবের পত্নী।

গোয়ালিনী, সখীগণ, বাঁদীগণ, মেওয়া-ওয়ালীগণ, ছিন্ন-ন্যাকড়া-সংগ্রহ-কারিণী রমণীগণ, মেষচারিকা-বালিকাগণ ইত্যাদি।

সংযোগস্থল—বোম্বাই।

"রূপের ফাঁদ"

১৩২২ সাল, ২২ শে শ্রাবণ, শনিবার, এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে
* মিনার্ভা সম্প্রদায়ের শুভাগমন রজনীতে
প্রথম অভিনীত।

সত্ত্বাধিকারী	শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে।
অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	" সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	" দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।
নৃত্য-শিক্ষক	" সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	" কালীচরণ দাস।
বংশীবাদক	" অমৃতলাল ঘোষ।

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ—

আবদুল ফজেল	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দে।
ইয়াকুব	" অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল।
ফয়জাতুল্লা	" হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।
সোয়াবজী	" অহীন্দ্রনাথ দে।
মীরসাহেব	" হরিদাস দত্ত।
বড় সুবেদার	" নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
ওস্তাদ্‌জী ও বাতগ্রস্ত রোগী	" মধুসূদন ভট্টাচার্য্য।
বেয়ারা	" কুঞ্জবিহারী গুপ্ত।
মোল্লা	" ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভগ্নহস্তরোগী	" মন্মথনাথ বসু।
চক্ষুরোগী	" জিতেন্দ্রনাথ দে।
হিজড়ে	" নির্ম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।
পাহারাওয়ালাদ্বয়	" উপেন্দ্রনাথ বসাক ও জিতেন্দ্রনাথ দে।
মরিয়ম	শ্রীমতী চারুশীলা।
মৈহু	" হেমন্তকুমারী।
কৈজী ও গোয়ালিনী	" প্রকাশমণি।
আমিনা	" নীরদাসুন্দরী।

রূপের ফাঁদ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ফয়জাতুল্লা দর্জ্জীর দোকান-সম্মুখস্থ পথ।

(ফয়জাতুল্লা সীবন-কার্য্যে নিযুক্ত)

পথের অপর পার্শ্বে দ্বিতল-কক্ষের জানালায় মরিয়ম উপবিষ্টা ও নিম্নে দ্বারদেশে ইয়াকুব নিদ্রিত-অবস্থায় নিথরভাবে দণ্ডায়মান।

মরিয়মের গীত।

মন উধাও হ'য়ে যায়,
মানা মানে না তো হায়!
কোথা যায়, নাই ঠিকানা
কি জানি কি চায়।
ভেসে যায় মেঘের মত,
ঠিকানা পায় না তো ;—
(মন) মনের কথা জানে না তো
কেন কোথা যায়।

ফয়জা। (সেলাই করিতে করিতে সঙ্গীতের সুরে অন্যমনস্কে হস্তে সূচিবিদ্ধ হওয়ায় মুখ বিকৃত করিয়া) ইঃ—ইয়া আল্লা! কি তান বাবা! আলু কোরা প্রাণটা আমার তরোয়াল্ দিয়ে যেন খান খান ক'রে দিয়ে গেল জানালায় এসে বসে—যেন অন্ধকারে রোসনাই জ্বলে, হাসে যেন

দেবতা চিকুর দেয়, কথা কয় যেন সারেঙ্গ বাজে! আহা হা,—এমন মোলায়েম মেয়েমানুষ—দখুলিকার কিনা বেটা আবদুল ফজেল! সেপাই-ই ধাত, বন্দুকধরা হাত, কাওয়াজ-করা পা, ষাঁড়ের মত রা, হাঙ্গরের মত হাঁ—ব্যাটা কি ঐ পরীর যুগ্যি! খোদার কেমন বিচার, যেখানে যেটা সাজে, ঠিক তার উল্‌টোটি করবে। শুক্‌নো কাঠ আখ—তার ভেতরে রস! কাঁটায় ঢাকা কেওড়া—গন্ধে ভরপুর!, কাল মেঘ—তার কোলে বিদ্যুৎ! এমন মোলায়েম ক'রে গলা সেধে টপ্পা সাধ্‌লুম—আতর কানে না গুঁজে বেরুইনে, সাফ্ মেরজাই, ধুলোর দাগটি অব্‌ধি পড়ে না—বাব্‌রি চুলে ফুলোল তেল জপ্‌জপে ক'রে মাখি, তবু কেমন বরাত, ও যতই কাসি আর যতই হাসি, একবার ফিরেও দেখে না। বছর বছর ধ'রে দোকানে ঠায় লোকসান খাচ্ছি। বেপোট জায়গা, তোর মুখখানা দেখে প'ড়ে আছি—ছুঁড়ি একবারও ভেবে দেখে না!

(বাটীর ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া আবদুল ফজেলের প্রবেশ)

আবদুল। ইয়াকুব—

ইয়াকুব। (চমকিত হইয়া) হুজুর!

আবদুল। আমার হুকুম ঠিক মনে আছে?

ইয়াকুব। আজ্ঞে হুজুর।

আবদুল। তুই তো সদর দরজা থেকে একপাও নড়িস্‌নি?

ইয়াকুব। আজ্ঞে, সেটা তো ঠিক বল্‌তে পারিনে।

আবদুল। বলিস্ কি রে?

ইয়াকুব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আবদুল। আমি যে ব'লে দিয়েছি, তুই সদর দরজা থেকে এক পা নড়্‌বিনে।

ইয়াকুব। হুজুর বাপ মা—এত বড় মিথ্যে কথাটা কি ক'রে বলি! একটা হাই উঠ্‌লেই তো তিন পা পেছিয়ে পড়ি—তার উপর ঢুলুনি আছে।

আবদুল। বলিস্ কি রে?

ইয়াকুব। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর—তবে এটা ঠিক ব'ল্তে পারি—একবার ঘুমুলে আর এক পাও নড়িনে।

আবদুল। তবে রে ব্যাটা, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাধার মত ঘুমোও?

ইয়াকুব। কি করি হুজুর, আমি যেন হুজুরের নফর, ঘুম ব্যাটা তো তা নয়—জোর ক'রে এসে চোখে চেপে বসে—আইন-কানুন কিছু মানে না; নইলে আপনি হুজুর রেসেলের সুবেদার, কথায় কথায় গর্দ্দান নিতে পারেন—আমি হলুম আপনার নফর, ব্যাটা একটুও দৃক্‌পাত করে না। ধ'রে একদিন চাব্‌কে দিতে পারেন? ঘুম বেটা একবার কোড়ায় বহরটা বুঝে যাক্, আমারও একটা উপসর্গ কমুক।

আবদুল। আচ্ছা, যাতে যায়—আমি সেই ব্যবস্থা ক'চ্চি। এখন তুই এক কাজ করবি—ঘুম পেলেই এধার ওধার পায়চারী ক'র্বি।

ইয়াকুব। বহুত খুব—হরদম্ পায়চারী—ইধার—উধার—

(পায়চারীকরণ)

আবদুল। (স্বগত) লোকই বা পাই কোথা! তবু ব্যাটা সত্যি কথা বলে। আর সব ব্যাটারা বেহদ্দ পাজী, বেজায় চোর, চোখের কাজল চুরি করে; তবু এ বিশ্বাসী। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, হুঁসিয়ার থাকিস্, আমি একবার ছাউনির দিকে চল্লুম।

[আবদুলের প্রস্থান।

ইয়াকুব। খুব হুঁসিয়ার—ইধার—উধার—

(পায়চারীকরণ)

করজা। বরাতে জোটে বাবা—বরাতে জোটে। ব্যাটার বরাতে জুটেছেও ঠিক। ব্যাটা নেমকের নফর—যেটি ব'লে দেবে, ব্যাটা ঠিক সেটি ক'রবে। দাঁড়িয়ে ঘুমুতে বলেছিল, ব্যাটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছে—

যা ঘুমের ঝোঁকে বেচারীর পা হ'ড়কে যেত; কিন্তু বাবা, হুকুমের নড়চড় করেনি।

(সোরাবজীর প্রবেশ)

সোরাব। মরিয়ম বিবি ডেকেছে—যেন লোহায় চুম্বকের টান ধ'রেছে। থাক্‌তে পারলুম না—হিড় হিড় ক'রে টেনে আন্‌লে। পথে দেখ্‌লুম, আবদুল সাহেব কোথায় যাচ্ছে। দরজায় তো দেখ্‌ছি খাড়া পাহারা—এখন ঢুকি কি ক'রে! (চিন্তা) ঠিক হয়েছে—ব্যাটা ভেতর দিকে যাচ্ছে, আবার ফিরে আস্‌ছে—এবার যেমন ভেতর পানে যাবে, ওর পেছনে পেছনে নিঃশব্দে যেতে হবে। ও ব্যাটা যেমন বারমুখো ফিরবে, আমিও সটান ভেতরে ঢুক্‌বো। (তথাকরণ)

ইয়াকুব। ইধার—উধার—(পাওচারী করণ)

কয়জা। বাহবা! ব্যাটার বলিহারি বুদ্ধি! সাফ্‌ ঢুকে পড়্‌লো। ইয়াকুবকে একেবারে বেকুফ বানিয়ে ছাড়্‌লে, দেখ্‌তে হ'লো—

[কয়জাতুল্লার প্রস্থান।

ইয়াকুব। হুঁ—বাবা ঘুম, কেমন জব্দ—এবার ভর কর! ইধার—উধার—

(মেওয়াওয়ালীগণের প্রবেশ)

তোয়া নে-না নে-না বেদানা।
রসে টুবু টুবু, খাবি হাবুডুবু,
হায় মাঝে লাল চুণি, এম্‌নি দানা॥
আক্‌রোট পেস্তা—
খুসি হবে খা, যাচ্ছে সস্তা,

কি দেখেছিস্ লাল গাল,　আপেল দেবে গালাগাল,
টুক্‌টুকে তার রং দেখে প'ড়্‌বি দিয়ে হানা।
আঙুর দেখে মুক্তো বুঝি ঝাঁপ দিয়েছে জলে,
তার মত হাজার হাজার একটি ডালে ফলে ;
দেখ্‌লে চোখে, ব'ল্‌বি ডেকে,
উপমা তার হয় না।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মরিয়মের কক্ষ।

মরিয়ম।

(সোরাবজীর প্রবেশ)

মরিয়ম। তুমি তো দিব্বি ব্যাটার চোখে ধূলা দিয়ে ঢুকে প'ড়্‌লে! যা হোক্, খুব বাহাদুর!

সোরাব। কি করি সুন্দরি! প্রাণের দায়—দায়ে প'ড়লেই বুদ্ধি সবারই যোগায়, যে তোমার পীরিতের টান—হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে এল। এতে আর আমার বাহাদুরী নেই—বাহাদুরী ষোল আনা তোমার।

মরিয়ম। মাইরি ভাই—লুকিয়ে পীরিত কি মিষ্টি!

সোরাব। যা ব'লেছ—দেখনি? দুই একজন অবলা হাজার খান—তবু তাঁদের নোলা ভরে না। মাছ ভাজ্‌তে গিয়ে মাছভাজাটুকু, স্বোয়ামীকে লুকিয়ে কাবাবটুকু—এদিক্ ওদিক্ একটু আধটু লুকিয়ে না খেলে তাঁদের কিছুতেই পেট ভরে না। আর দুই একজন পুরুষের মাইনের উপরি—কিছু না পেলে চাকরী ক'রেই সুখ হয় না।

মরিয়ম। যা ব'লেছ।

সোরাব। নির্ঝঞ্ঝাটে যারা ব'সে খায়, তাদেরই যত অম্বল, বহুমূত্র,

সর্ব্বদা আহারে অরুচি। একঘেয়ে আবরু কারু ভাল লাগে না। তাই তো বিবিজানেরা ঘোমটার ভেতর খেম্‌টা নাচে। এই দেখ না, তুমি তো সুবেদারের বাঁধা মেয়েমানুষ—টাকা, গহনা, খাবারের ছড়াছড়ি—নির্ব্বিবাদে নিঝ ঞ্ঝাটে তো পরের ঘাড়ে দিব্বি ব'সে ব'সে খাচ্ছ, তবু কেন জানালার ধারে ব'সে হতাশ গানের সুর ভাঁজ্‌তে? কি জানো, জীবনে একটা নূতন কিছু চাই—নইলে মানুষ বাঁচে না।

মরিয়ম। ও মা! তোমার বুঝি নিত্যি নূতনে মন?

সোরাব। বিবি সাহেব, সেটা কি শুধু আমার বেইমানি! নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথাটা কও দেখি? সুবেদার সাহেব এখন পুরোণো হ'য়েছে, তাই একটু মুখ বদ্‌লানো দরকার;—আবার আমাকেও বদ্‌লোবার দিন আস্‌বে।

মরিয়ম। সে দিন কতদিনে যে আস্‌বে, তা ত বল্‌তে পারি নে।

(নেপথ্যে আবদুল।) মৈনু—

মরিয়ম। আপাতত যে ক্ষণ উপস্থিত। ঐ সুবেদার সাহেবের গলা পাচ্ছি। কি হবে! আজ হাতে নাতে ধরা প'ড়্‌বো, দু'জনকেই গুলি ক'র্‌বে।

সোরাব। বিবিজান! ব্যস্ত হ'য়ো না—এমন দুটো একটা গুলি আমার হজম করার অভ্যেস আছে। (একটু চিন্তা করিয়া) ঐ সুবেদারের একটা পোষাক দাও তো। (সম্মুখস্থ কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) ঐ যে রয়েছে, আমিই নিচ্চি। (কক্ষান্তরে গমন)

মরিয়ম। কি হবে—কি হবে! মৈনু যদি কোন ছলে আট্‌কাতে পারে, তবেই রক্ষে। কিন্তু কি ক'রে আট্‌কাবে!

(মৈনুর প্রবেশ)

মৈনু। সর্ব্বনাশ! সুবেদার সাহেব এসেছে—কুকুরটার অসুখ ক'রেছে ব'লে আমি দেখ্‌তে পাঠিয়েছি। তোমায় হর্‌গিজ বল্‌ছি, এমন কাজ

করো না। তা ত তুমি শুন্‌বে না। আজ তোমারও গর্দ্দানা যাবে—আমারও যাবে। এই বেলা যা হয় কর—আমার বাপু মাথার ঠিক নেই। [মৈন্নুর প্রস্থান।

মরিয়ম। হায়! হায়! কি হবে—কি হবে! আজ হাতে নাতে ধরা প'ড়লুম্—হাতে নাতে ধরা প'ড়লুম!

(ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া সোরাবজীর পুনঃ প্রবেশ)

মরিয়ম। (চমকিত হইয়া) কে গো!

সোরাব। সেলাম পৌঁছে বিবিসাব—

মরিয়ম। এ গালপাট্টা পেলে কোথেকে?

সোরাব। এ পথে চল্‌তে গেলে সঙ্গে অনেক তোড়জোড় রাখ্‌তে হয়।

(আবদুল ফজেলের প্রবেশ)

আবদুল। কে তুই?

সোরাব। হুজুরের তাঁবেদার।

আবদুল। এখানে কেন?

সোরাব। হুজুরকে সেলাম দিতে এসেছি।

আবদুল। বটে! আর সেলাম দেবার জায়গা পেলে না? বাড়ী ব'য়ে সেলাম দিতে এসেছ? বেটার কি ভক্তি! ও সব ফক্কিকারীতে ভুলছি নি। কেন এসেছিস্ বল্?

সোরাব। বল্লুম তো হুজুর! মনিবের দর্শন বড় পুণ্যের কথা। বড় সুবেদার সাহেব হুজুরকে তলব দিয়েছেন, তাই হুজুরকে দর্শন ক'রতে এসেছি।

আবদুল। তা বেশ ক'রেছ। বড় সুবেদার সাহেব তলপ দিয়েছেন কেন জানো?

সোরাব। বড়লোকের কথা হুজুর, গরীব কি ক'রে জান্‌বে!

আবদুল। এ তো বেশ বুঝ্‌লুম। এখন এ পোষাক পেলে কোথায়? কার পোষাক?

সোরাব। হুজুরের—

আবদুল। তা তো প্রত্যক্ষ ক'চ্ছি, এখন প্রাপ্ত হ'লে কোথায়?

সোরাব। হুজুরের দয়ায়—

আবদুল। ব্যাটা পাজির ধাড়ি! উল্লুকা বাচ্ছা—

সোরাব। হুজুর বাপ মা।

আবদুল। ন্যাকামি পেয়েছ, ব্যাটা চোর! আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি। ইয়াকুব—

(নেপথ্যে ইয়াকুব।) হুজুর!

সোরাব। (স্বগত) মজা আর কি দেখাবে বাবা, মজাই তো দেখ্‌ছি।

(ইয়াকুবের প্রবেশ)

আবদুল। একে ফুলবাগানে নিয়ে যা। চার চৌকো জমি কুপিয়ে নিবি।

ইয়াকুব। চল্‌।

(সোরাবকে ধাক্কা দেওন ও সঙ্গে সঙ্গে পতন)

সোরাব। (ঈষৎ হাস্য)

আবদুল। আবার হাসি?

সোরাব। হুজুরের মত মহৎ লোকের আশ্রয়ে এসে কাঁদ্‌বো, সেটা কি ভাল দেখায়? তা হ'লে যে হুজুরের বদ্‌নাম হবে।

আবদুল। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ! নিয়ে যা ব্যাটাকে—আমি একবার বড় সুবেদারের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

[আবদুল রজেলের প্রস্থান।

ইয়াকুব। এই ও—চল্। (ধাক্কা দিবার ভঙ্গি করণ)

সোরাব। (বাধা দিয়া) একটু সাম্‌লে ধাক্কা দিও বাবা তালপাতার সেপাই! আবার চারপায়ি হবে!

[মরিয়ম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

মরিয়ম। সত্যি তো ঝঞ্ঝাটে প'ড়্‌লে যত আতঙ্ক—কেটে গেলে তত সুখ! কেমন সাফ্ ঝঞ্ঝাট কাটালে। ঠিক কথা, ঝঞ্ঝাটে প'ড়্‌লে বুদ্ধি আপ্‌নি আসে—

উচন বাড়ি বড় ভয়,
পিঠে প'ড়্‌লে সব সয়।

[মরিয়মের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

আবুল ফজেলের ফুলের বাগান।

(ইয়াকুব ও সোরাবজীর প্রবেশ)

সোরাব। হাঃ হাঃ হাঃ—

ইয়াকুব। তুমি যে একেবারে হেসেই আটখানা হে—অমন সবাই পড়ে। সে দিন কাওয়াজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোমাদের সুবেদার সাহেবও চিৎ-পটাং হয়েছিলেন, তখন হাস্‌তে পারনি? না চাবুকের ভয় ছিল?

সোরাব। না ভাই, তুমি রাগ ক'রো না, আমি হঠাৎ হেসে ফেলেছিলুম। এই ধর না, আমি যদি তোমায় মার্‌তে গিয়ে প'ড়ে যাই, তুমি হাস্‌তে না?

ইয়াকুব। তা তো হাসি! তুমি ঠিক ব'লেছ, লোকে প'ড়ে গেলেই অন্য লোকে হাসে। তুমি অন্যায় করনি, তবে একবার 'আহা' বলাটা

উচিত ছিল, যে পড়ে তার তো লাগে। তা এই কোদালটা নাও, খানিকটা খোঁড়। কি ক'র্‌বো, হুজুরের হুকুম, নইলে আমিই না হয় তোমার হ'য়ে খুঁড়ে দিতুম। আমি সব পারি, হুকুমের নড়্‌চড়্‌ ক'র্‌তে পারিনি।

সোরাব। তা হ'লে তুমি দেখ্‌ছি নেমকের নফর।

ইয়াকুব। তা যা বল—আমি হুকুমের কখন নড়্‌চড়্‌ করিনি। তুমি কাজ কর, আমি মাগীকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দেব এখন। তুমি মনে কিছু কষ্ট ক'র না, আমাদের মনিবের স্বভাবই এই—খানিক হক্কা-হক্কি ক'ল্লে তার পরই বাগানে ঠেল্লে। বাগানটা একরকম লাভে চ'ল্‌ছে—এর ওর ঘাড় দিয়েই কাজ হয়। তা হ'লে আমি এখন আসি।

সোরাব। এসো ভাই। সেলাম—

[ইয়াকুবের প্রস্থান]

হ'ল মন্দ না—অনেকটা সময় তবু এক রকমে কেটে গেল। এ না হ'লে সুখ কি! ঘরে ব'সে মাগের মুখ দে'খে, লোকে কি ক'রে দিন কাটায়, তা তো বুঝ্‌তে পারি নে!

(প্রাচীরের অপর পার্শ্ব হইতে মই লাগাইয়া ফয়জাতুল্লার উত্থান)

ফয়জা। (মৃদু কণ্ঠে) বলি ভায়া হে শুনছ—

সোরাব। তুমি কে?

ফয়জা। আমি গরিব ফয়জাতুল্লা—যা হ'ক ভাই, তুমি খুব ওস্তাদ!

সোরাব। কেন হে?

ফয়জা। আর ঢাক' কেন ভাই—আগুন কি ছাই চাপা থাকে! তুমি ত মজা লুটলে—এখন আমার একটা কিনারা কর, আমি ভাই তোমার মরিয়মের পীরিতে মারা যাই।

সোরাব। বল কি? তা হ'লে তুমি রসিক!

ফয়জা। ছিলুম তো ভাই—এখন রস-কস শুখিয়ে আম্‌সি হয়েছি।

সোরাব। তার জন্যে আর ভাবনা কি? তুমি মরিয়মকে চাও তো?

ফয়জা। চাই কি! তারই জন্যে তো গেলুম—

সোরাব। দেখ এক কাজ কর। পাঁচীলের উপর উঠে মইখানা এ পাশে ফেলে দিয়ে তুমি নেমে এস, আমি উপায় বাত্‌লে দিচ্ছি।

ফয়জা। ভাই, তুমি বড় মেহেরবান, আমার জান দিলে।

(মইয়ের সাহায্যে উদ্যানমধ্যে অবতরণ)

সোরাব। আমার পোষাকটা তুমি পর, আর আমার এই দাড়ি-গোঁপ-গুলো লাগাও। (ছদ্মবেশে ফয়জাতুল্লাকে সজ্জিত করণ) এইখানে দাঁড়িয়ে থাক। বিবি কাজকর্ম্ম সেরেই তোমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আস্‌বেন। তার পর ভাই তোমার হাত।

ফয়জা। তা আমি খুব পার্‌বো। এমন টপ্পা লাগাবো যে, মেয়েমানুষ গ'লে জল হ'য়ে যাবে!

সোরাব। ভাল, তা হ'লে আমি আসি,—তুমি থাক, সেলাম।

ফয়জা। বহুত বহুত সেলাম—তুমি ভাই বাদশা হও।

সোরাব। (মইয়ের সাহায্যে প্রাচীরের উপরে উঠিয়া স্বগত) একেই বলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে!" (মইয়ের সাহায্যে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে অবতরণ করিয়া) ওহে, মইখানা ধ'রে নাও। (প্রাচীরের অপর পার্শ্ব হইতে ফয়জাতুল্লাকে মই প্রদান)

ফয়জা। এ পোষাকটা বড় জমকাল, যা একটু গায়ে বড় হ'য়েছে। তবু তো সেপাইয়ের মত দেখাচ্ছে। বিবি দেখ্‌ছি, সেপাই-ই বড় ভালবাসে; নইলে বেটী সেপাইয়ের মেয়েমানুষ; আবার সেপাই-ই বেটীর পীরিতের লোক, তাই এই দরজীর চেহারায় পছন্দ হয়নি! এবারে আর

পছন্দ না হ'য়ে যাচ্ছে না। তার পরই টপ্পা—যায় কোথা—একবার দেখি। ঐ যে আস্‌ছে—ময়লা কাপড় পরা, ভারি সেয়ানা! জাঁক-জমক পোষাক প'র্‌লে পাছে ধরা পড়ে, তাই ময়লা পোষাকে আস্‌ছে। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, ভাল কিছু দেখা যাচ্ছে না, একটু বেলা থাক্‌লে মজা হতো।

(রুমালে ঢাকা খাবার লইয়া ফৈজি বিবির প্রবেশ)

ফৈজি। মিন্সের যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নাই, বলে, লোকটা সুধু মুখে থাক্‌বে, সন্ধ্যা হ'য়ে এল, ওকে খাইয়ে আয়। বলি ওগো—

ফয়জা। তাই তো, এখন হাসি না কাঁদি,—বড় চুক হ'য়ে গেছে, দোস্তকে কথাটা জিজ্ঞাসা ক'রে নিলেই হ'তো—

ফৈজি। কি গো, শুন্‌তে পাচ্ছ না? তোমার খানা এনেছি খাও।

ফয়জা। বড় সোহাগ দেখ ছি যে, অ্যাঁ—তবে কি টপ্পা লাগাবো!

(সুর করিয়া) সেঁইয়া—

ফৈজি। পাগল নাকি!

ফয়জা। ঠিক ব'লেছ বিবি! তোমার জন্যে পাগল—

ফৈজি। মিন্সে বলে কি!

ফয়জা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ব'লছি, সত্যি আমি তোমার জন্য পাগল—

ফৈজি। অ্যাঁ—বল কি? আমি! আমি!

ফয়জা। হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি—তুমি। মাইরি বলছি, তুমি! তোমার জন্যে আমি খোদার কসম, তিন বছর দোকানে ঠায় লোকসান খাচ্ছি। রূপসি! একবার এ নফরের প্রতি নেক-নজর কর।

ফৈজি। ও মা, যাব কোথা গো! আমার যে লজ্জা করে!

ফয়জা। লজ্জা কিসের—আমি যে একান্ত তোমার চরণের নফর, একবার মুখ তুলে চাও।

ফৈজি। না গো না, তুমি জান না—আমার বড় চক্ষুলজ্জা!

(ইয়াকুবের প্রবেশ)

ফয়জা। এ ব্যাটা কে আসে?—ভাগীদার বুঝি!

ইয়াকুব। বলি দোস্ত, তোমার খাওয়া হ'লো? মাগী বক্রীর খুরের চাট্নি কেমন পেকিয়েছে বল? গুগ্‌লির ঝোল, বেগুনের কোপ্তা কেমন খেলে?

ফয়জা। পীরিত ক'র্‌তে এসে বেগুনের কোপ্তা কি রে ব্যাটা! হুঁ—তুমি ব্যাটা ভারি সেয়ানা, আমি ব্যাটা বেগুনের কোপ্তা চিবিয়ে মরি, আর তুমি ব্যাটা পীরিতের আগুন পোয়াও!

ইয়াকুব। দোস্ত, বল্‌ছ কি?

ফয়জা। ও সব দোস্ত ফোস্ত ছাড়, স'রে পড়, জানো—আমি মরিয়া হ'য়েছি—হুঁ—

ইয়াকুব। দোস্ত—

ফয়জা। ফের দোস্ত—স'রে পড় বল্‌ছি, নইলে আস্ত রথ্‌ব না, হুঁ—

গীত।

ফয়জা। তোমার দোস্ত ফোস্ত চোস্ত কথা,
হেথায় ও সব চল্‌বে না।
ইয়াকুব। কেন, হয়েছে কি? করেছে কি?
ফয়জা। ও সব ফালোয়া কথা ভুলে যাওনা—
ফল কিছু তায় ফল্‌বে না॥
ইয়াকুব। আহা হলো কি, তাই বল না?
ফয়জা। সরে যাও বল্‌ছি, ভাল হবে না—
ও আমার বিবি, বিবি আমার, ও বিবি! ও বিবি!
ফৈজি। আমার বড় চক্ষুলজ্জা, কর কি, ছিঃ কর কি!
ইয়াকুব। দোস্ত, তুমি বল্‌ছ কি?

ফয়জা। ঐ বল্‌ছি আর কি,
ও যতই নাকি কান্না কাঁদ বঁধু,
তবী তাতে ভুলবে না॥

ইয়াকুব। বক্‌ছ কি সব আবোল তাবোল?

ফয়জা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমি বদ্ধ পাগল,
ঘাঁটিকে কেন ডাক্‌বে বিপদ,
তোমার গোঁদলপাড়া মান্‌বে না—
কসৌলি আর সান্‌বে না॥

(আবদুল ফজেলের প্রবেশ)

ফয়জা। তুমি আবার কে?

আবদুল। আমি কে, বটে! চোর ব্যাটা, বদ্‌মাস্! ফাঁকি দিয়ে বলা—বড় সুবেদার ডেকেছে? কুর্ণিস কর্, কুর্ণিস্ কর্—

ফয়জা। তুমি কে হে জংবাহাদুর?—যে তোমায় কুর্ণিস্ ক'র্‌ব? বিবি আমার।

আবদুল। বটে রে পাজি! (চাবুক প্রহার)

ফয়জা। মার কেন বাবা? পীরিত ক'র্‌তে এসে কেজিয়া কেন? আপোস ক'রে ফেল'না বাবা!

আবদুল। ব্যাটা পীরিত কি রে!

ফয়জা। আহা হা, যেন ন্যাকা—কিচ্ছু জানেন না! পীরিত—পীরিত! বিবিজান—বিবিজান—

আবদুল। ওরে ব্যাটা পাজি, যা ভেবেছি তাই! নিজ মুখে স্বীকার! তোকে আজ খুন ক'র্‌ব! ইয়াকুব, বন্দুক—বন্দুক—

ফয়জা। ওরে বাবা, বন্দুক!—

(মই বাহিয়া প্রাচীর টপ্‌কাইতে গিয়া পরপারে পতন)

(নেপথ্যে) ওরে বাবা! পা—টা—গেল!

আবদুল। (মইয়ের উপর উঠিয়া) ঐ ব্যাটা প'ড়ে গেছে—ধর্—ধর্,—লে—টেবি—লে—

[মই হইতে নামিয়া দৌড়িয়া প্রস্থান।

ইয়াকুব। তু—তু—তু—

[আবদুল ফজেলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

ছিন্ন ন্যাকড়া-সংগ্রহ-কারিণী রমণীগণ।

গীত।

ইধার উধার ঘুম্‌কে দেখ্‌না।
সব্‌সে হোতা কাম—
কুচ্ না ফেঁক্‌না॥
বেকামী চিজ্ আদ্‌মী ফেঁকে,
আদ্‌মীকো রুজি চলে ওহি লেকে,
ফেঁকা চিজ্‌সে কাম কর্‌তা সেয়ানা॥
দেখো সব হাড্ডি ফেঁকা যাতা,
উস্‌মে বহুত চিজ্ সাফা হোতা,
ক্ষেতিমে ময়লা দেও লেনা দুনা॥
বেকামী চিজ বাওয়াকি বাত্,
বাত্ না কর্‌না ওন্‌কি সাথ্,
বহুত্ বহুত্ সেলাম—
এলেম্‌দারকো দেনা॥

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

মীরসাহেবের বাটী।

বসিবার ঘর।

মীরসাহেব ও আমিনা।

আমিনা। এই তো ঘুরে এলে, আবার কেন বেরুবে? আজ তোমায় আমি কোথাও বেরুতে দেব না। (হস্তধারণ)

মীরসাহেব। সে কি—সে কি?

আমিনা। সে কি—কি? বাইরের নাড়ী টিপে টিপে বেড়াও, আর ঘরের নাড়ী কেমন চ'ল্‌ছে, তা দেখ্‌বার সময় নেই?

মীর। কই দেখি—দেখি, তোমার কিছু অসুখ ক'রেছে নাকি? (হস্ত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা)

আমিনা। ওঃ কি রসিক পুরুষ! (অভিমানসূচক সুরে) আর তোমায় দেখ্‌তে হবে না, যাও—

মীর। এ কি, তুমি কেঁদে ফেল্লে যে?

আমিনা। না—না, আমার ও কান্না নয়। তুমি যাও, যেখানে যাচ্ছিলে যাও। খালি টাকা! টাকা! পেট ত দুটো বই নয়! দেখ, কত অবীরা অনাথা আসে—একটা টাকা সুদ ছেড়ে দেবার জন্য তোমার পায়ে ধ'রে কাঁদাকাটি করে, তুমি ব'সে থাক—যেন পাথরের মানুষ।

মীর। কি জান বিবি! তেজপক্ষে তোমায় বিয়ে করেছি; তোমার আগে আমায় কবরে যেতে হবে।

আমিনা। বালাই—বালাই! ও কি কথা, তুমি কি আমার বা'তা!

গীত।

বট বট বট বট ওগো তুমি,
আমার নাকি কিছু বট।
নয় তো খোদা-তালা বিশু, হেবা,
ওগো তবু কিছু বট॥
আমি মুখ কল্লে ভার,
তুমি জগৎ দেখ্‌বে অন্ধকার,
মান ক'রে ব'সবো খাটে,
সাধ্‌বে ধ'রে পা দুটো॥
আমি বায়না নেব রাখ্‌বে তুমি,
ঘুরবে পায়ে দিবা-যামী,
রূপের খাতক আমার তুমি,
নয় তো কিছু ছোট খাটো॥
আমি নূতন ঘরের নূতন গিন্নী,
তুমি যোগাবে কেবল শিন্নী,
আমার কি গো কম মাজি,
(একটু) বুঝে শুঝে চ'টো॥

মীর। কি জানো, যা দু'পয়সা রেখে যাব, তা ত তোমারই থাক্‌বে। আমি চল্লুম্‌, বড় শক্ত কেস।

আমিনা। তবে যাও। কিন্তু আমার মাথা খাও, বলো, সকাল সকাল আস্‌বে?

মীর। নিশ্চয়। আর এখনই তো তোমার ওস্তাদ্‌ আস্‌বে। তোমায় ত একলা থাক্‌তে হবে না। আজ তুমি ঘুড়ি ওড়াওনি?

আমিনা। আমার ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে হবে না। তুমি রোজগারে বেরোও।

[মীর সাহেবের প্রস্থান।

বুড়ো বাঁদর! তোমার জন্যে ত আমার ঘুম হয় না। আমি কি চিরকালই এমনি ছিলুম না! যেদিন বুঝেছি, আমি তোমার একটা আসবাব ছাড়া আর কিছু নই, সেইদিন থেকে আমি সোরাবের জন্য ব্যাকুল হ'য়েছি। দিন ছিল, তোমার মুখে একটা ভালবাসার কথা শোন্‌বার জন্যে বালিশে মুখ গুঁজে আমি সারারাত কেঁদেছি। তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে টাকার স্বপ্ন দেখেছ—টাকা টাকা ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছ। টাকা দিয়েছ, গহনা দিয়েছ—সব দিয়েছ। কেবল যেটি আমার প্রাণ চায়, সেইটি দাওনি। নির্ব্বোধ! প্রেমের শৃঙ্খল না পরালে কার সাধ্য রমণীকে বেঁধে রাখে! তুমি খুব সতর্ক লোক—সব দিক্ আট্‌কেছ। কিন্তু সোরাবের ঘুড়ি যে তার প্রাণের কথা আমাকে ব'লে যেতে পারে, সে কথা তুমি মনের কোণেও স্থান দেওনি। সোরাব! সোরাব! এখনও আস্‌ছে না কেন? আমি যেন কাঁটা-বনে ব'সে রইছি।

গীত।

প্রাণ যারে চায় সে বিনে, প্রাণ কি মানে।
গরল পরিমল, অনল অনিল,
সতত কাতর তারি বিরহ-বাণে॥
হেসে হেসে চাঁদ চায়,
দেখে কেঁদে প্রাণ যায়,
কোকিল কুহরে তায় পঞ্চম তানে॥

(সোরাবজীর একটি ছোট ব্যাগ হস্তে প্রবেশ)

এই যে তুমি এসেছ! এত দেরী কল্লে কেন?

সোরাব। চোর কি গা-ঢাকা না হ'লে গেরস্তর বাড়ী ঢোকে? তাতে এই প্রথম দিন।

আমিনা। ওর ভেতরে কি?

সোরাব। পীরিতের মেনী পুষি।

আমিনা। যদি তোমার সঙ্গে আমার বে হ'ত!

সোরাব। তা হ'লে মজাই হ'ত না—

আমিনা। কেন—কেন?

সোরাব। কেন আবার? খাবার-দাবার সময় হয় ত কাছে ব'সে পাখা নাড়তে; তার পরে একটা পান হাতে দিয়ে বড় জোর ফুরসীর নলটা মুখে তুলে দিতে; আর এই নেহাত একঘেয়ে পীরিতের উপর হয় ত একটু বরফ জল—নয় ত একছড়া বেলফুলের মালা;—আর যে দিন বড্ড চুটিয়ে পিরীত হ'ল, সে দিন রাত দুপুরে বিস্তি। অমন ঠাণ্ডা পীরিত আমার ভাল লাগে না।

আমিনা। কেন—কেন, সে কি মন্দ? তুমি আমায় ফুল দিয়ে সাজাবে, আমি তোমায় ফুল পরাব, নিজে হাতে গ'ড়ে গেঁথে তোমার গড়গড়ার নলে জড়িয়ে দেব, ফুলের পাখায় গোলাপ [illegible] তোমায় বাতাস ক'র্‌ব, ওড়না দিয়ে তোমার এই সুন্দর মুখখানির ঘাম মোছাব।

সোরাব। আরে রাখ—রাখ, শুন্‌লে আমার গা ঘিন ঘিন করে! বিবিসাহেব, পীরিত তো কখনও করনি, পীরিতের ধারও ধারনি। লুকোচুরী নইলে পীরিত! অমন ঠাণ্ডা পীরিত আমার ভাল লাগে না, যেন বই হাতে ক'রে স্কুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ!—পীরিত ক'র্‌বো, গর্দ্দানা যাবার ভয় থাকবে না! বিবিজান, পীরিতে যে জান দিতে কাতর, সে কি জান পাবার যোগ্য? কালিয়ার যেমন গরম মশলা, পীরিতে তেম্‌নি একটু ফ্যাঁসাদ না থাক্‌লে তার তারই হয় না।

আমিনা। আর ফ্যাঁসাদ ডাকতে হবে না। ঐ গাড়ীর শব্দ পাচ্ছি, সর্ব্বনাশ হ'ল! মীর সাহেব ফিরে এল, কি হবে!

(নেপথ্যে মীর সাহেব।) বেয়ারা—

আমিনা। যাও—যাও, ঐ পাশের ঘরে লুকোও। বাড়ী থেকে বেরোবার এই বই আর দরজা নেই। কি হবে—কি হবে!

সোরাব। কিছু ভেবো না বিবিজান! ঘরে একখানা আয়না আছে তো?

আমিনা। কোচ, আয়না, কেদারা তা সবই আছে। কিন্তু তোমায় বার ক'রে দেব কেমন ক'রে?

সোরাব। হেকমত থাকে বেরোব, না হয় জান দেব। আর জান্ তো তোমায় দিয়েইছি।

[সোরাবের প্রস্থান।

(মীর সাহেবের প্রবেশ)

মীর। যেতে যেতেই শুনলুম, রুগীটা অক্কা পেয়েছে। বেরোবার সময় তুমি যে কান্নাকাটি কল্লে, তাই আর কোথাও না গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এলুম।

আমিনা। আহা-হা! তবে তো তোমার ফি-টা মারা গেল?

মীর। হুঁ! তা কি হয়—সকাল বেলায় রুগীর অবস্থা বুঝে সে ব্যবস্থা ক'রে এসেছিলুম।

আমিনা। তা বেশ করেছ। আজ তো আর বেরুবে না?

মীর। না। আজ আর কোথাও বেরুচ্ছিনে। অনেক দিন হিসেবটা দেখিনি—ক্যাশও মেলাইনি, আজ মনে ক'র্ছি, তাই মেলাব।

আমিনা। তা যাও, তুমি টাকা নিয়ে থাক গে—আমি কোথাও চ'লে যাই।

মীর। চল না—চল না, তুমিও আমার কাছে ব'সে দেখ্‌বে।

আমিনা। না, আমি ছাদে ব'সে চাঁদ দেখি গে।

মীর। চল না—চল না, রূপচাঁদের চেয়ে আবার চাঁদ কি!

আমিনা। তা জানি—তা জানি। তোমার কাছে আমার চেয়ে টাকা বেশী সুন্দর, আর তার আওয়াজ আমার কথার চেয়ে বেশী মিষ্টি!

মীর। ঝগড়া ক'র না—ঝগড়া ক'র না। আজ মনটায় বড় স্ফূর্ত্তি আছে। যে ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছিলুম, শুনলুম্ তারা শীগ্‌গিরই ফেল হবে। ভেতরে ভেতরে খবর পেয়ে সব টাকা তুলে এনেছি।

আমিনা। তা বেশ ক'রেছ—তাতে আমার কি?

মীর। তোমার ওস্তাদ এখনও এলেন না?

আমিনা। কি জানি, কেন আজ এত দেরী হচ্ছে।

মীর। কি জানি কি গো? দু'ঘণ্টা ক'রে রোজ গান শেখাবার কথা। এই য'মিনিট দেরী হ'চ্ছে, ততটা টাকা তো আমি ফাঁকে প'ড়্‌ছি!

আমিনা। শুধু টাকা কেন? তার সুদ শুদ্ধ ফাঁকে প'ড়্‌ছ—

মীর। ঠিক বলেছ—ঠিক বলেছ। তোমার এম্‌নি সুবুদ্ধি হ'লে তো আমি বাঁচি।

(তানপুরা হস্তে ওস্তাদের প্রবেশ)

এই যে ওস্তাদজি! আইয়ে—আপনার এত দেরী যে?

ওস্তাদ। আজ্ঞে, বহুত দেরী তো হোয় নি। একজন দেশের লোকের সাথে পথে দেখা হোল', তার সাথে দাঁড়িয়ে মিনিট দশ কথা কয়েছি।

মীর। দশ মিনিট! আর পঞ্চাশ মিনিট হ'লেই তো একঘণ্টা হ'তো। সময়ের যে একটা দাম আছে—আপনারা গাইয়ে বাজিয়ে লোক, তা বোঝেন না।

আমিনা। আসুন ওস্তাদজি! আমরা এইখানেই বসি।

মীর। তাই বসো। তোমরা এইখানেই কাজ কর, আমি ততক্ষণ ও ঘরে গিয়ে ক্যাশটা মেলাই।

আমিনা। (মীর সাহেবের নিকটবর্ত্তী হইয়া) দেখ, টাকা নিয়ে ত রোজই নাড়াচাড়া কর। আজ ওস্তাদজীর একটা আলাপ শোন না। এতগুলো

ক'রে টাকা দিচ্ছ—ভস্মে ঘি ঢাল্‌ছ কি আমার কিছু হ'চ্ছে, এটা তো দেখা উচিত। তুমি ব'স।

(মীর সাহেবের চেয়ারে উপবেশন ও নোটের তাড়া টেবেলের উপর রাখিয়া চসমা রুমাল দিয়া মুছিতে মনঃসংযোগ করণ)

আমিনা। (স্বগত) নোটের তাড়াটা বা'র ক'রেছে—এইটে সরাই। (নোটের তাড়া অপহরণ) চশমা নইলে বুড়ো চ'খে দেখ্‌তে পায় না। আচ্ছা ডাক্তার হ'য়েছে! কাছে দেখবেন একখানা চশমা—দূরে দেখ্‌বেন একখানা চশমা—লেখা পড়্‌বেন একখানা চশমা—মানুষ দেখ্‌বেন একখানা চশমা। এই একটা হুজুগ বাধিয়ে যদি সোরাবকে বা'র ক'রে দিতে পারি। (প্রকাশ্যে) ওস্তাদজী, আপনি এই দিকে আসুন্ তো—গান ধরুন।

(ওস্তাদজীর তানপূরায় সুর দেওন)

মীর। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! এখনই বেটা হুলোর মত ম্যাও ম্যাও ক'র্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বে! (প্রকাশ্যে) আমিনা, তোমার ওস্তাদ্‌জী গান আরম্ভ ক'ল্লে পাড়া শুদ্ধ শুন্‌তে পাবে, আমি পাশের ঘরে আছি বই তো নয়। (উঠিবার চেষ্টা)।

আমিনা। আহা-হা, উঠ্‌ছ কেন? একদিন না হয় পাঁচ মিনিট গানই শুন্‌লে। (স্বগত) এ পকেটেও যে এক তাড়া নোট র'য়েছে। (সন্তর্পণে মীর সাহেবের পকেট হইতে নোট অপহরণ)

মীর। আঃ কি বিপদ! ক্যাশটা যে মেলাতে হবে—

আমিনা। (স্বগত) কিছুতেই তো আট্‌কে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে। কি করি! কি হবে? (প্রকাশ্যে) তা মিলিয়ো গো—তা মিলিয়ো, একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সো না।

ওস্তাদ্। বৈঠিয়ে—বৈঠিয়ে ডাক্তার সাব, একঠো আলাপ, শুনিয়ে—

(তানপূরার সুরের সহিত গলা মিলাইতে মিলাইতে) আ—আ—ই—আ—আ—

মীর। আরে রাখ তোমার ইয়া—আমার নোটের তাড়া কাঁহা গিয়া?

ওস্তাদ। নোট কেয়া ডাক্তার সাব?

মীর। নোট নোট! তা জানো না, কোম্পানির নোট—হ্যাণ্ডনোট নয়। নোট কখনও চোখে দেখনি? এই দেখ। (পকেটে হাত দিয়া) ও বাবা! এ পকেটও খালি যে! ব্যাটা সিদ্ধহস্ত! তানপূরো রাখ্, এখন নোট কোথা বল্?

ওস্তাদ। কি বোল্‌ছেন ডাক্তার সাব!

মীর। ব'ল্‌ছি আমার গুষ্ঠীর মাথা! নোট কাঁহা নিকালো—

ওস্তাদ। নোট কেয়া! হাম্ কেয়া চোরি কিয়া?

মীর। না—ভুলবশতঃ এখান থেকে তুলে নিয়ে পকেটে পুরেছ।

ওস্তাদ। দেখুন সাহেব, টাকার কথা লিয়ে দিল্লাগি আচ্ছা নেহি।

মীর। আহা—হা! কি দিল্লাগি ক'র্‌বার লোক্ গো! দিল্লাগি ক'র্‌ছে কে তোমার সঙ্গে? দেখ—এখনও বল্‌ছি, ভালয় ভালয় নোটগুলো বের ক'রে দিয়ে সটান পথ দেখ। আমি ব'ল্‌ছি, তোমায় পুলিসে দেব না।

ওস্তাদ। হাম আপ্‌কো রুপিয়াকা বাত নেহি জান্‌তা।

মীর। জান না? এখানে আছি - তুমি, আমি আর আমার স্ত্রী। টাকাগুলোর অম্‌নি কি পাখ্‌না হ'য়ে উড়ে গেল? তুমি দেখ্‌ছি সোজায় বের ক'র্‌বে না। চল ঐ ঘরে।

ওস্তাদ। বহুত আচ্ছা, চলিয়ে—

মীর। এখন ঐ ঘরে চল, তার পর পুলিসে যাবে। আমিনা, সাবধান—না সট্‌কায়। চলো, ঘরে ঢোকো।

ওস্তাদ। চলিয়ে—চলিয়ে—

মীর। তুমি আগে চল। আমি ঢুকি—আর তুমি সট্‌কান দাও!

ওস্তাদ। হাম্ কেয়া চোর যে ভাগে গা ?

মীর। চলো—চলো—

(মীর সাহেব ও ওস্তাদের পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ)

আমিনা। ওস্তাদকেও তো ঐ ঘরে নিয়ে গেল! আর কি কোর্‌বো! বরাতে যা আছে হবে। এক ভেবে টাকা চুরি ক'র্‌লুম, মনে ক'রেছিলুম, এই হাঙ্গামায় ওস্তাদকে পুলিসে নিয়ে যাবে। এখন দেখ্‌ছি সব উল্টো হ'ল। যা হয় হবে, আমি স'রে থাকি।

[প্রস্থান।

——:•:——

পট পরিবর্ত্তন।

মীর সাহেবের রোগী দেখিবার ঘর।

কোচের ঢাকামণ্ডিত অবস্থায় চেয়ার-ভাবে সোরাবজী অবস্থিত।

(মীর সাহেব ও ওস্তাদ্‌জীর প্রবেশ)

মীর। বস্ ব্যাটা ঐ চেয়ারে।

(চেয়ারে ওস্তাদের উপবেশনের উপক্রম এবং চেয়ারবেশী সোরাবের সরিয়া যাওন ও ওস্তাদ্‌জীর পতন)

ওস্তাদ। (পড়িয়া গিয়া) ইয়া আল্লা—কেয়া তাজ্জব! কুর্‌সি ভাগ্‌তা—কুর্‌সি ভাগ্‌তা—(কম্পন)

মীর। ব্যাটা স্থাকামো! কুর্‌সি ভাগ্‌তা ?

সোরাব। (স্বগত) মত্‌লব এসেছে। আর কেন ঘুড়ির ভেতর থামি!

(কোচের আবরণ উন্মোচন করণ)

ওস্তাদ। ইয়া আল্লা! দেও হ্যায়—দেও হ্যায়! বিস্‌মোল্লা—বিস্‌মোল্লা!

সোরাব। চোপ্‌ শালা!

আমিনা। (পশ্চাতের জানালা হইতে) এ কি, সোরাব যে ঠিক আমার ওস্তাদের মতন সেজেছে! তাই বটে ছোট্ট ব্যাগটা হাতে ক'রে এসেছিল। বা—বা, একেই বলি বুদ্ধি!

মীর। (বিস্মিত হইয়া) কে তুমি?

সোরাব। হুজুর, রোজ আসি, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আমি ওস্তাদ।

মীর। তুমি কখন্‌ এলে?

সোরাব। আমি অনেকক্ষণ এসেছি মীর সাহেব, আপনার বেরিয়ে যাবার একটু পর। আমিনা বিবিকে না দেখ্‌তে পেয়ে এই ঘরে এসে বসেছিলুম।

মীর। (ওস্তাদের প্রতি) তবে তুই কে?

ওস্তাদ। হাম্—ওস্তাদ।

মীর। এ তো বড় বিপদ ক'র্‌লে। দু ব্যাটা ঠিক্‌ একরকম। আমিনা—

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা! এর ভেতর তোমার ওস্তাদ কে?

আমিনা। তা আমি কেমন ক'রে ব'ল্‌ব!

মীর। কেমন ক'রে ব'ল্‌ব কি? তোমাকে রোজ শেখায়, তুমি তার মুখ চেন না?

আমিনা। আমি পরপুরুষের মুখ অত ভাল ক'রে দেখিনি। তোমরা যেমন—

মীর। নিশ্চয় এক ব্যাটা চুরি কর্‌বার মত্‌লবে ওস্তাদ সেজে এসেছে! কিন্তু কোন ব্যাটা! রসো তোমার চালাকি ভাঙ্গছি। আমার কাছে চালাকি ক'রে উড়ে যাবে! যে ব্যাটার পকেট থেকে নোট বেরোবে, সেই ব্যাটাই চোর,—ওস্তাদ সেজে এসেছে। দু'ব্যাটারই পকেট খুঁজ্‌বো।　　　　(অগ্রবর্ত্তী হওন)

আমিনা। আমি প্রাণ থাকৃতে তোমায় ওদের কাছে যেতে দেব না—(জোর করিয়া ধরিয়া) চোরের কাছে ছোরাছুরি থাকে জানো না? তুচ্ছ টাকার জন্য আমি তোমায় খোয়াব!

মীর। বটে—বটে—ঠিক কথা! রসো, আর একটা মত্‌লব ক'চ্ছি। তুই ব্যাটা ওস্তাদ তো? গান কর্ ব্যাটা—কেমন আমিনা, গলা চিন্‌তে পারবে তো?

আমিনা। তা পারবো বই কি।

সোরাব। ইয়া এলেমদার! হুজুর ঠিক মত্‌লব খাটিয়েছেন। গা ব্যাটা গা। জ্বরবিকার রাগ আলাপ কর্।

ওস্তাদ। কেয়া?

সোরাব। এই দেখুন হুজুর—ব্যাটার আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে গিয়েছে। হুজুর এলেমদার, সবই তো জানেন—

মীর। ওস্তাদ, সত্যি কথা ব'লতে কি, টাকা ছাড়া আর আমি কিছু জানি না—চক্‌চকে রূপ আর ঝন্‌ঝনে শব্দ। কি ব'ল্‌ছিলে?

সোরাব। জ্বরবিকার রাগ, বোঝেন বই কি হুজুর! এ দিকে যেমন তারা-উদারা-মুদারা, ওদিকে তেমনি বাত-পিত্ত-কফ।

মীর। ঠিক তো—গা ব্যাটা গা—জ্বর-বিকার গা।

সোরাব। পারবে না হুজুর পারবে না—আচ্ছা, একটা সোজাসুজি বলি। ভাঁজ দিকি ব্যাটা ওলাউঠো, এ দিকে যেমন ধড়িধক্কা টেনে নিয়ে যায়, ওদিকেও তেমনি ধড়িধক্কা আলাপ। দেখ্‌ছেন হুজুর, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়েই আছে ব্যাটা!

ওস্তাদ। তোম্ কেয়া বোল্‌তা হ্যায়, হাম সমঝাতা নেহি।

সোরাব। ব্যাটা, জানলে তবে তো সমঝাবি। আচ্ছা খাস বোম্বাইয়ের প্লেগ রাগিণী ভাঁজ দেখি—সে তো বেশী দিনের কথা নয়—এ তো হ'ল

হালফিলের কথা। দেখুন হুজুর! ব্যাটার মুখে রা'টি নেই। আচ্ছা ব্যাটা, তুই কি জানিস্ গা—

ওস্তাদ। হঁ্যা, ইয়ে বাত বোলো। (সুর করিয়া) ই—য়া—য়া—তেরেনা—তেরেনা—তেরে—তুম্।

সোরাব। চড়া পর্দ্দা লাগাও—চড়া পর্দ্দা লাগাও—

ওস্তাদ। কেয়া? চড়া পর্দ্দা! (সুর চড়াইয়া) তেরেনা—তেরেনা—তেরে—তুম্।

সোরাব। দ্রিম্—দেরেনা—দেরেনা—দেরে—দুম্। (পেটে ঘুসী প্রহার) ধাকিটি—ধাকিটি—চট্—চট্—ঘেড়েনা—ঘেড়েনা—ঘাড়ে—গুম্।

(প্রহার)

ওস্তাদ। হুজুর! মার্ ডালা—মার্ ডালা।

সোরাব। ধাকিটি—ধাকিটি—চট্—চট্—ধেরেনা—ধেরেনা—ধেরে—ধুম্।

ওস্তাদ। বাপ্—বাপ্! শালা খুন্ কিয়া—শালা খুন কিয়া!

মীর। ওস্তাদজি! থামো—থামো—থামো—শেষে খুনের দায়ে প'ড়্‌বে?

ওস্তাদ। এ কেয়া রাগিণী হ্যায় তোমারা?

সোরাব। এ হিষ্টিরিয়া রাগিণী হ্যায়—

মীর। বা'র কর্ ব্যাটা নোট।

সোরাব। নোট কি হুজুর?

মীর। ব্যাটা ওস্তাদ সেজে এসে আমার নোটের তাড়া চুরি ক'রেছে।

সোরাব। তাই তো বলি হুজুর, ব্যাটা ক'র্‌লে কি? ব্যাটা বলে কিনা কুর্‌সি ভাগ্‌তা। দেখেছেন তো হুজুর, ইয়া আল্লা ব'লে প'ড়্‌লো, তার পর বিস্‌মোল্লা ব'লে—আর টপ্ ক'রে কি যেন গিল্লে!

মীর। বটে—বটে! আমিনা, বমি করাবার পাম্পটা নিয়ে এস তো—আমি ব্যাটার পেলা বার ক'র্‌ছি।

আমিনা। ওগো, সে তাড়া তাড়া নোট। বাড়ীতে ও সব ক'র্‌তে গেলে যদি ম'রে যায়, শেষে কি খুনের দায়ে পড়্‌বে! তুমি পুলিসে নিয়ে যাও।

মীর। ঠিক বলেছ—সেই ভালো। চল্ ব্যাটা পুলিসে। বেয়ারা—

(নেপথ্যে বেয়ারা।) হুজুর!

(বেয়ারার প্রবেশ)

মীর। পাক্‌ড়ো ইস্কো। থানামে লে চলো—চল্ ব্যাটা পুলিসে।

আমিনা। আমি একলা থাক্‌তে পার্‌বো না, আমার ভয় ক'চ্ছে। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

মীর। সে কি, তুমি মেয়েমানুষ! তুমি পুলিসে যাবে কি! সে হবে না। ওস্তাদজি, মেহেরবাণী ক'রে আপনি একটু বসুন তো, আমি এ ব্যাটাকে পুলিসে দিয়ে এলুম ব'লে।

সোরাব। বড় জরুরি একটা কাম ছিল, আমি তো বেশীক্ষণ ব'সতে পার্‌বো না—

মীর। আচ্ছা, আপনি একটু থাকুন।

ওস্তাদ। কেয়া বকৃত!

[মীর সাহেব, বেয়ারা ও ওস্তাদের প্রস্থান।

সোরাব। একেই বলে ডাইনের কোলে পুত সমর্পণ! আমি কিন্তু আমিনা, বেশীক্ষণ ব'সতে পার্‌ব না। নিরপরাধীকে যথেষ্ট প্রহার ক'রেছি, যেমন ক'রে পারি, ওকে বাঁচাতে হবে।

আমিনা। এই নোটের তাড়াটা নাও। (নোটের তাড়া প্রদান) তা যদি পার—তুমি বাহাদুর

সোরাব। তুমি 'দুর' ব'ল্লেই সব বাহাদুরী ফুরুবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মরিয়মের কক্ষ।

(মরিয়ম ও আবদুলের প্রবেশ)

মরিয়ম। সত্যি আমার আর সয় না—

আবদুল। তুমি রাগ কর কেন ?

মরিয়ম। রাগ ক'র্‌ব না, কেন—আমি কি ক'রেছি ? তুমি যখন তখন যা না তাই ব'ল্‌বে !

আবদুল। কেন—আমি বলেছি কি ?

মরিয়ম। আর লোকে কি বলে ! আমি যে বোকা, যা বল তাই স'য়ে থাকি, অন্য কেউ হ'লে এতদিন গলায় দড়ি দিত।

আবদুল। এ তোমার অন্যায়।

মরিয়ম। আর সবই বুঝি হুজুরের ন্যায় ! দিনরাত চোখে চোখে রাখ্‌বেন। আমি যদি তেমন হতুম, না হয় সইতুম—এই যে খলিফা সাহেবের আমার উপর পড়্‌তা, যখন তখন আমার উপর নজ্‌রা হানে, আমি তো তোমাকে খুলে বল্‌লুম। নইলে তুমি জান্‌তে পার্‌তে ? সেও তো দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয় !

আবদুল। না, না, তা আমি কবে বলেছি—তা আমি কবে ব'লেছি—

মরিয়ম। তা—তা ক'র্‌লে চলবে না, আমি সাফ ব'ল্‌ছি ফের যদি আমার দিকে সন্দেহের চোখে চাও, তা হ'লে আমি নিশ্চয় জহর খাব। এখন তুমি যাও—আড়াল থেকে দেখগে, উঠোনে কেমন কল ক'রে রেখেছি। আজ খলিফা সাহেবকে কেমন ক'রে নাকের জলে চোখের জলে করি। আমার উপর নজরা হানা ! আজ মজাটা দেখিয়ে দেব।

আবদুল। তা বেশ তো—তা বেশ তো।

[প্রস্থান।

মরিয়ম। মৈনু ঠিক ব'লেছে, মধ্যে মধ্যে দাপট না ক'র্‌লে মিন্সেরা চিট্ থাকে না। আর মজাটা হ'ল মন্দ না, মিন্সের উপর খুব এক চাল চালা গেল। মৈনুর যা হোক্ খুব বুদ্ধি! আর শীগ্‌গির সন্দেহ ক'র্‌তে পার্‌ছে না। আর খলিফা সাহেবকেও বলিহারি যাই! বামন হ'য়ে আস্‌মানের চাঁদ ধ'র্‌তে সাধ! মুখপোড়া দরজী জানে না, যে আমি সুবেদারের মেয়েমানুষ!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

মরিয়মের বাটীর প্রাঙ্গণ-মধ্যে

ঘানিগাছ স্থাপিত।

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরিয়ম। আমার নাম ক'রে খলিফা সাহেবকে ভুলিয়ে আন্‌বার জন্যে মৈনুকে তো অনেকক্ষণ পাঠিয়েছি। এখনো আস্‌চে না কেন? আজ ঝগড়ের চূড়ান্ত হবে। এই যে নাগর আস্‌চেন।

(মৈনুর সহিত ফয়জাতুল্লার কতকগুলি পেশোয়াজ হস্তে প্রবেশ)

ফয়জা। সেলাম বিবিসাহেবা—সেলাম্! গোলাম হুজুরে হাজির হয়েছে। এই সব আপনার পায়জামা, পেশোয়াজ নিন। কেমন ছাঁট্ কাট্ হ'য়েছে দেখুন, এমন বাজারে হবে না।

মৈনু। তোমার পেশোয়াজের কাপড়গুলো বাজারে দিতে নিয়ে যাচ্ছিলুম, খলিফা সাহেব কিছুতেই শুন্‌লে না, বলে—আমি থাক্‌তে অন্য

ওস্তাগরকে দেবে! পেশোয়াজের মজুরী দিতে গেলুম, উনি নিলেন না।

ফয়জা। গরীব ব'লে কি বিবি সাহেব! আমি এত ছোট লোক, যে তোমার ছুটো পেশোয়াজ সেলাই ক'রে পয়সা নেব!

মরিয়ম। তোমার ঐ সব গুণেই তো আমাকে মোহিত ক'রেছ।

ফয়জা। অ্যাঁ অ্যাঁ—বলেন কি—বলেন কি! তবে কি—টপ্পা লাগাব? খাস সরিমিয়া—(সুর করিয়া) সেঁইয়া তেরা, মেরা কেয়া ঝকমারী—

মরিয়ম। খলিফা সাহেব, তোমার কি চমৎকার সুর! আমার ভয় হয়—আমি কি তোমার মন পাবো?

ফয়জা। মন পাবে কি বিবি সাহেব—

গীত। *

মাইরি মাইরি মাইরি আমি তোমার পীরিতে মরা।
তিলেক হারা হ'লে আমি বিকল দেখি ধরা॥

(সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ। শঠের শত কপট কথা কান দিও না সই!
ফয়জা। সত্যি সত্যি সত্যি আমি জানিনে যে তোমা বই॥
সখিগণ। ওরা সব পারে, সই সব পারে,
মাঝ দরিয়ায় ডুবোবে ভরা॥
ফয়জা। তোমার প্রেম-দরিয়ায় সাঁতার পানি
পেট হয়েছে ঢোল,
তোমার পায়ে পড়ি আর পারিনি,
হাত ধ'রে সই তোল;
সখীগণ। বাঃ বেড়ে দিচ্ছ বোল—
ফয়জা। কেন আর হ্যাঁচকা টানে প্রাণে মার
গলায় দিয়ে দড়া॥

[সখীগণের প্রস্থান।

মরিয়ম। দেখ, এক বিপদে প'ড়েছি—

ফয়জা। বিপদ! কিসের বিপদ! বন্দুক বা'র ক'রবে না তো?

মরিয়ম। না—না, সে সব কিছু না।

ফয়জা। তবু রক্ষে, ঐ বন্দুক শুন্‌লেই আমার মগজের ভেতর কেমন গুলিয়ে উঠে!

মৈমু। খলিফা সাহেব আমাদের বীরপুরুষ দেখ্‌ছি!

ফয়জা। তা আমার সবেতে সাহস আছে—কেবল ঐটের বেলা কেমন গোলমাল ঠেকে।

মরিয়ম। আহা, এমন নাগর নিয়ে দু'দণ্ড আমোদ ক'র্‌বো, খোদা আমায় সে ফুরসতটুকুও দেননি!

ফয়জা। কেন—কেন?

মরিয়ম। মিন্সেকে তো জান?

ফয়জা। খুব জানি, ব্যাটা বেজায় চোয়াড়, দিন রাত তেবিয়া হ'য়েই আছে।

মৈমু। তাতে আবার তেমনি রাগী।

মরিয়ম। মিন্সে গেছে কোথায় সরকারি কাজে, ব'লে গেছে কি জান, এই একমন সর্ষে মেড়ে রাখ্‌তে হবে।

মৈমু। তাতে আবার আমাদের গাধাটা খোঁড়া হ'য়ে গেছে, ঘানি টান্‌বে কে, তার ঠিক নেই।

মরিয়ম। আর না ক'রে রাখ্‌লে তো তুই জানিস্‌, এসে মেরেই ফেল্‌বে।

ফয়জা। তার জন্তে আর ভাব্‌না কি! আমি এখনি ঘানি টেনে সর্ষেগুলো পিষে দিচ্ছি। তুমি মার খাবে, তা আমার প্রাণ থাকতে সইবে না।

মৈমু। আমাদের একটা গাধার মুখোস ছিল না? সেইটে মিয়া সাহেবকে

পরিয়ে দিই, বেশ উনি গাধা হ'য়ে ঘুর্‌বেন এখন, খুব আমোদ হবে।

ফয়জা। ঠিক ব'লেছ, ভারি মজা হবে এখন, আমি যেন মরিয়ম বিবির প্রেমের গর্দ্দভ—

মৈনু। মিয়া সাহেব রসিক আছে, বড় কেওকেটা নয়।

মরিয়ম। তাতো দেখছি, আরও ওঁর উপর আমার মন প'ড়ছে—আমাকে একেবারে ওঁর বাদী বানালেন।

ফয়জা। ওকি কথা! ওকি কথা! আমি তোমার গোলাম!

মৈনু। তা'হলে এই গাধার মুখোসটা পরো—

(মৈনুর মুখোস লইয়া ফয়জাতুল্লাকে গর্দ্দভবেশে সজ্জিত করণ)

(গীত)

মরিয়ম। ওলো দেখবি যদি আয়!
　　আমার প্রেমের গুরু গাধা নাগর মিটি মিটি চায়।
ফয়জা। ছিলুম মানুষ গাধা হলুম, প্রিয়ে তোমার পীরিতে,
মরিয়ম। তোমার মত এমন ক'রে, কে জানে প্রাণ, প্রাণ নিতে;

(সখিগণের প্রবেশ)

সখিগণ। ওলো রতন যেন বাঁধন ছিঁড়ে, মাঠ পানে না ধায়।
ফয়জা। যে বাঁধনে বেঁধেছ প্রাণ, আর পালাব কি,
　　(তোমার) নথর অধর দেখে আমি জ্যান্তে মরেছি!
মরিয়ম। ভাল ক'র্‌ছ দেখি চতুরালী পেয়ে অবলায়,
　　　　ওলো দেখবি যদি আয়—
সখিগণ। সইলো সই সাম্‌লে থাকিস্‌, বুনো জানোয়ার,
　　কখন কি ক'রে বসে মেজাজ বোঝা ভার,
　　ল্যাজ তুলে ছুট্‌ দিলে পরে, কে তারে আর পায়।

মরিয়ম। এইখান একটু খানিতে থোর,— আমি ব'সে ঘুর খাই।

ফয়জা। বেশ তো—বেশ তো—সে তো আমার ভাগ্যের কথা—ভাগ্যের কথা!

(ফয়জাতুল্লাকে ঘানিগাছে জুতিয়া দেওন)

(সকলের গীত) *

মরিয়ম। পীরিতের রসের ঘানি—
সখিগণ। কেমন ঘুরছে পাকে পাক্।
মরিয়ম। পাকে পাকে রস গড়িয়ে পড়ে—
সখিগণ। যেন রসে ভরা আক্॥
ফয়জা। বাপ্ বাপ্ বাপ্—বাপ্—
এখন ছেড়ে দাও প্রাণ কেঁদে বাঁচি
ছেড়ে একটু হাঁপ্—
মরিয়ম। এখনি প্রাণ কেঁদে সারা—
সখিগণ। এই তো প্রেমের প্রথম ধাপ্!
ফয়জা। ক্ষেমা ঘেন্না কর প্রিয়ে—
পীরিত আমার মাথায় থাক্!
মরিয়ম। তুমি বেজায় রসিক নাইকো জোড়া—
সখিগণ। আর ছুটো খাও প্রেমের কোড়া

(কোড়া প্রহার)

ফয়জা। উঃ—এতে নাইক মজা কেবল সাজা
ও বাবা! ভীমরুলের ঝাঁক্।
মরিয়ম। এখন সমুঝেছ প্রাণ পাকা,—
ফয়জা। খুব খুব—যদি সাম্লাই এই ধাক্কা,
সোজা হ্যাজ যাব মক্কা—
পীরিতের বেজায় বায়নাক্কা,
খত্ দিচ্ছি নাক্।
সখিগণ। ওলো তোর র'সকে নাগর ক'সকে যায়,
পারিস যদি আগ্‌লে রাখ্॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:০:—

প্রথম দৃশ্য।

মীর সাহেবের বাটীর অলিন্দ।

মীর সাহেব ও আমিনা।

মীর। দেখ, আমি একটা রুগী দেখ্‌তে যাচ্ছি, একটু দূরে যেতে হবে, আমার রুগীপত্তর এলে সব বসিয়ে রাখ্‌বে। চাকর ব্যাটা বিল সাধ্‌তে গেছে, কখন্‌ ফেরে, ঠিক নেই।

আমিনা। তুমি তাহ'লে কখন ফির্‌ছো?

মীর। তা, ঠিক কি ক'রে ব'ল্‌বো; ট্রেণের পথ—ফির্‌তে নাগাত সন্ধ্যে হবে। তুমি একটু সাবধানে থেক, আমি চল্‌লুম।

আমিনা। দেখ, ট্রেণের পথ, চোখে দেখ্‌তে পাও না, আমার ভয় হয়।

মীর। না, সে সব ভয় নেই—অনেকগুলো টাকা ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাহ'লে আমি এখন আসি।

[মীর সাহেবের প্রস্থান।

আমিনা। পয়সা পয়সা ক'রেই বুড়ো গেল, বুড়োর আজ আস্‌তেও অনেক বিলম্ব হবে। এই খবরটা যদি সোরাবকে দিতে পাত্তুম—সে দিন সেই প্রথম এল', কি বিভ্রাট্‌! আমি তো তাকে বা'র ক'রে দেবার কোন উপায়ই ঠাওরাতে পার্‌লেম না। কিন্তু সে নিজের

বুদ্ধিতে নিজেই বেরিয়ে গেল। কি বুদ্ধি! এমন লোক নইলে পীরিত ক'রে সুখ! দিনরাত কেবল তারই কথা মনে হ'চ্ছে। এত বিপদ— এত ভয়, তবু সে ভিন্ন যেন প্রাণে কিছুতেই সুখ নেই।

(গীত)

নীরদ-বিন্দু চায় কেন সে—
নীল সরসী চায় না কেন ?
চাঁদ-মাখান কুমুদ ফোটা—
শোভায় পানে ধায় না কেন !
কেন বাজ বুকে সে লয় গো হেসে,
পালায় না তো ভয়-তরাসে,
গরজনে হেলায় হাসে—
আশায় নিরাশ হয় না কেন !
কে জানে কি ভালবাসা,
ভালবাসার কি পিয়াসা—
একের প্রতি-ই দারুণ আশা
অন্য পানে যায় না কেন !

(সোরাবজীর প্রবেশ)

সোরাব। কেমন বিবি, কেমন চাল চেলেছি—রুগী দেখ্‌বার নাম ক'রে একেবারে পাঁচ সাতটা ষ্টেসনের তফাতে মীর সাহেবকে চালান দিলুম।

আমিনা। বটে—বটে! তোমার বুদ্ধিতে পার্‌বে কে ?

সোরাব। আজ খুব নির্ব্বিবাদে আমোদ করা যাবে এখন—কি বল ?

(নেপথ্যে জনৈক রোগী।) এ বাবু—এ বাবু—

সোরাব। মর্ ব্যাটা জ্বালালে! যে দিন আসি, একটা না একটা আপদ! দু' দণ্ড আলাপ ক'র্‌তে পেলুম না। দেখ, আমি ব্যাটাকে ভাগিয়ে

যামিনী। যা ব'লেছ, দিন-রাত রুগীর আমদানী—কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল! দেখ, রুগীদের ভাগিও না, ঠাণ্ডা ক'রে বসিয়ে রাখ'গে—নইলে মিন্সে এসে গোল বাধাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মীর সাহেবের ডাক্তারখানা।

সোরাবজী ও চক্ষুরোগী।

সোরাব। হুয়া কেয়া?

চক্ষুরোগী। এ বাবু—আঁখমে কেয়া গিরা।

সোরাব। আচ্ছা—আচ্ছা—চিল্লাও মাৎ, হাম্ দাওয়াই বাঁধ্ দেতা হ্যায়, হিঁয়া পর রহ। দু ঘড়ি বাদ ফিন্ দাওয়াই দেগা।

(চক্ষুতে ফেটী বাঁধিয়া একপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া দেওন)

সোরাব। বিপদ আর কি!

(জনৈক উড়িয়ার প্রবেশ)

উড়িয়া। মাড়ি কিড়ি শঁড়া পকাই দিলা—হস্তখণ্ড ভাজি দিলা—

সোরাব। বেটা মারামারি ক'রেছিস্ বুঝি?

উড়িয়া। সে মু মারিল না—সে মু কহিলা, শঁড়া মারিবি? শঁড়া ঝটিতি আসি কিড়ি মারিল। মু পুন কহিলা, শঁড়া মারিবি?—শঁড়া আসি মারি কিড়ি পকাই দিলা।

সোরাব। দূর ব্যাটা উড়ে ম্যাড়া! শঁড়া মারিবি মারিবি ক'রে হাড় ভেঙ্গে এলি?

উড়িয়া। সে শঁড়া মারিলতো মু কঁড় করিব? সে শঁড়া গুণ্ডা অছি।

সোরাব। তা বেশ ক'রেছিস্, এই হাত বেঁধে দিচ্ছি (হাত বাঁধিয়া দেওন) ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক্।

(উড়িয়ার তথাকরণ)

(জনৈক বাতরোগীর প্রবেশ)

বাতরোগী। বাতের যন্ত্রণা বোরো যন্ত্রণা, মহাশয়ের নাম শুনে এহানে আস্ছি। মোরে ব্যাধি হইতে ত্রাণ করেন। বগমান আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।

সোরাব। তোমার হ'য়েছে কি?

বাতরোগী। দক্ষিণ পদটি একেবারেই নষ্ট হইবার উপক্রম হইছে, আর নরন চরনের ক্ষোমতা নাই। এহন মোহাশয়ের দয়ায় যদি পদখানি রইক্ষা হয়।

সোরাব। এই দু'খানা লাঠি বগলে ক'রে, হরদম ঐ বারান্দায় পায়চারী কর, এই তোমার ব্যবস্থা।

বাতরোগী। উত্তম ব্যবস্থা কর্‌ছেন। পদের রক্ত উষ্ণ হইলে বাতব্যাধি মুক্ত হইতে পারে—নিদানে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

(বাতরোগীর দুই বগলে লাঠি লাগাইয়া পরিক্রমণ)

সোরাব। ঝঞ্চাট তো এক রকম মিট্‌লো, এখন একবার বিবির সঙ্গে দেখা করিগে, তুমি খুব ঘোরো।—

বাতরোগী। ঘুরতেছি মোশায়—বর হাপ ধইরে আইসে—

সোরাব। তা আসুক, ঘোরা বন্ধ দিও না।

(নেপথ্যে মীর সাহেব।) বেয়ারা—বেয়ারা—

সোরাব। কি আপদ্! মীর সাহেব এসে পড়্‌লো যে—

(মীর সাহেবের প্রবেশ)

মীর। বেয়ারা ব্যাটা দেখ্‌ছি এখনও ফেরে নি। আহা হা, এক মিনিটের জন্য গাড়ীখানা বেরিয়ে গেল—কতকগুলো টাকা লোক্‌সান! এ দিকে রুগীপত্তর দেখা হ'ল না। তুমি কে হ্যা?

সোরাব। (যন্ত্রণার ভাণ করিয়া) ওহো-হো! মশাই গেলুম—পেটের যন্ত্রণায় গেলুম—

মীর। বটে, আচ্ছা দেখ্‌ছি—

(চশমা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া রুমালে ললাটের ঘর্ম্মমোচন)

দেখি, সিধে হ'য়ে দাঁড়াও। আহা হা—অত বাঁক্‌ছো কেন?

(উদর পরীক্ষা করণ)

সোরাব। (স্বগত) এই ফাঁকে বেটার চশমাটা সরান যাক্।

(মীরসাহেবের অলক্ষ্যে সোরাবজীর টেবিল হইতে চশমা অপহরণ)

মীর। জিভ্ দেখি, আচ্ছা দাঁড়াও—(চশমা অন্বেষণ) অ্যাঁ, চশমা কোথায় ফেল্‌লুম—

(চশমা অন্বেষণ করিতে করিতে চক্ষুরোগীর ঘাড়ের উপর পতন)

চক্ষুরোগী। শালা বাওরা! আদ্‌মী দেখ্‌তা নেই?

(ধাক্কা দেওন ও উড়িয়ার ঘাড়ে পতন)

উড়িয়া। শড়া অন্ধা—

মীর। কে রে?

উড়িয়া। তোর বাপ্প—

(মীরসাহেবকে ধাক্কা দেওন ও বাতরোগীর উপর পতন)

বাতরোগী। হালা মানুষ দ্যাহ না, বদমাস্—

মীর। ওরে ব্যাটা, আমি—আমি ডাক্তার—

বাতরোগী। হক্কলিই ডাক্তার, হালা! জুয়াচোর—

(মীর সাহেবকে প্রহার)

মীর। ওরে বাবা—

বাতরোগী। এহন ঠিক হইছে, হালা বাপ ডাক্ ছারূছে! আর ডাক্তার হবা?

(মীর সাহেবকে সোরাবের দিকে ধাক্কা দেওন ও মীর সাহেবের সোরাবের গায়ের উপর পতন)

(টাকার তোড়া হস্তে মীর সাহেবের বেয়ারার প্রবেশ)

সোরাব। (স্বগত) দাঁড়াও, ব্যাটাকে বেয়ারাটার গায়ে ফেলে দিই।

(সোরাবের মীর সাহেবকে ধাক্কা দেওন ও মীরসাহেবের বেয়ারার উপর পতন, ধাক্কা খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারারও পতন এবং চারিদিকে টাকা বিক্ষিপ্ত হওন)

বেয়ারা। (পড়িয়া যাইয়া) এ মাইয়ো! সব রূপেয়া গির গিয়া—

মীর। মর্ ব্যাটা! সব টাকাগুলো যে ছড়িয়ে ফেল্লি! কুড়ো—কুড়ো—এখুনি পাঁচ ব্যাটা লুটে নিয়ে পালাবে!

(তাড়াতাড়ি মাটীতে শুইয়া পড়িয়া বক্ষ দিয়া বিক্ষিপ্ত টাকা রক্ষা করণ)

মীর। (রোগীদিগের প্রতি) ভাগো, সব ভাগো—পুলিস! পুলিস!

সোরাব। সেলাম ডাক্তার সাহেব!

[চক্ষুরোগী, উড়িয়া এবং সোরাবজীর প্রস্থান।

বাতরোগী। (স্বগত) ডাক্তারের বারী আইসে বর ফ্যাসাদ হইল দেখ্‌ছি, এহন ফৌজদারীতে না ফাসায়। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মরিয়মের কক্ষ।

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

গীত।

নারী ফুলের মত অমল, কোমল,
আপন রূপে আপ্‌নি ভোর।
ফোটে সাঁজের শীতল হাওয়ায়,
সয় না সে তো একটু জোর॥
থাকে মানিনী মানের ভরে,
মলয় কত আদর করে,
পরিমলে ভরিয়ে তারে—
করে সবার মন-চোর॥
আবার, মদে মত্ত মাতুয়ারা—
ভ্রমর বিভোর আপন-হারা,
তার হতাশ পিয়াস জীবন ভরা—
কাটে না তো নেশার ঘোর।

[বাঁদীগণের প্রস্থান।

(মরিয়ম ও সোরাবজীর প্রবেশ)

সোরাব। প্রিয়ে, স'রে এস, দোহাই তোমার, জানালার ধারে অমন ক'রে মুখ বাড়িও না।

মরিয়ম। কেন গো—রাত্তিরে কে আর দেখ্‌বে? কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে দেখ।

সোরাব। তাই তো আমার বেশী ভয়। চকোরগুলো চন্দ্রকর খাবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি জানি, যদি ভুল ক'রে এসে তোমার মুখে পড়ে?

মরিয়ম। যা হোক তুমি খুব—

সোরাব। যদি, সুন্দরি, কৃপা করে হাস্‌লে তো আর একবার হাস! তোমাদের হাসি কি রকম জান? ঠিক যেন রূপকথার সোণার কাঠি রূপোর কাঠি,—একবার জিয়োয়—একবার মারে।

(মৈনুর প্রবেশ)

মৈনু। বড় সুবেদারকে সঙ্গে ক'রে আমাদের সুবেদার সাহেব আসছেন।

সোরাব। বড় গোল বাধালে দেখ্‌ছি।

মরিয়ম। তা দেখ তুমি ঐ চোরা কুটুরীটার ভেতরে গিয়ে লুকোও।

[সোরাব ও মৈনুর উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(বড় সুবেদারের সহিত আবদুল ফজেলের প্রবেশ)

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। বুঝ্‌লে, আমি সব বুঝি।

আবদুল। আজ্ঞে, হুজুর সব বোঝেন বইকি। মরিয়ম, মরিয়ম, বড় সুবেদার সাহেব এসেছেন—কুর্ণিশ কর।

মরিয়ম। হুজুর, গরিব পরোয়ার! সেলাম আলেকম্‌! অভিবাদন করণ)

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। বুঝলে, আমি সব বুঝি।

আবদুল। আজ্ঞে হুজুর সব বোঝেন বইকি।

মরিয়ম। (স্বগত) ও বাবা, এ কি রকম লোক! আমি কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকি! (কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান)

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। উনি কানে আঙ্গুল দিলেন কেন?

আবদুল। হুজুর সব বোঝেন বই কি—কি জানেন, উনি কানে আঙ্গুল না দিলে ভাল শুন্‌তে পান না।

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। বুঝলে—আমি সব বুঝি। ইনি তোমার কে?

আবদুল। হুজুর সব বোঝেন বই কি। ইনি আমার—

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। ইনি আমার কি ?

আবদুল। আজ্ঞে হুজুর সব বোঝেন বই কি—ইনি আমার—আমার বউ!

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি! তোমার বেশ বউ তো!

আবদুল। সে হুজুরের মেহেরবাণী! বউ, হুজুরকে একখানা গান শোনাও।

মরিয়মের গীত।

বউ বউ বউ বউ, বউ বড় মিষ্টি!
গলা ধ'রে আধসুরে, যখন এসে আদর করে—
হয় যেন মধু বৃষ্টি!
মিষ্টি বউয়ের হাসি কান্না,
অতি মিষ্টি রান্না বান্না ;
কেলে-কিষ্টি, ফেলা যান না—
হ'য়ে থাকেন ইষ্টি।
দশটা টাকা দেখ্‌লে ট্যাঁকে,
(যখন) আন্‌তে বলেন স্যাকরা ডেকে,
অমনি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি হ'তে যে হয়—
দেখে গয়নার লিষ্টি!
বউ না হ'লে দিন চলে না,
আঁধার ঘরে দীপ জ্বলে না ;
খুঁজে যায় না পাওয়া কাপড় খানা—
(যেন) সব অনাছিষ্টি!
বউ অন্ধের নড়ি, পারের কড়ি,
নাই ঘরে যার গলায় দড়ি—
কচি বউয়ের কচিমুখে
মিষ্টি বড় 'কিস্‌টি'!

বড় সুবে। হ্যাঁ,—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। তোমার বেশ বউ! বুঝ্‌লে—বেশ গান করেন, কিন্তু ইনি বোবা—

আবদুল। তোবা—তোবা—তোবা! হুজুর, বউ এই যে আপনার সাক্ষাতে গান ক'র্‌লেন!

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। গান তো ক'র্‌লেন—কিন্তু কথা তো কইলেন না—

আবদুল। হুজুর ঠিক বুঝেছেন। গান তো ক'র্‌লেন, কিন্তু কথা তো কইলেন না—('বউ কথা কও' পক্ষীর অনুকরণে) বউ, কথা কও!

মরিয়ম। (স্বগত) না বড় জ্বালালে! রস—(প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হুজুর তবে কিনা—তবে কিনা—আমি হুজুর, তবে কিনা—তবে কিনা—

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। আবদুল সাহেব, তোমার বউ, তবে কিনা—তবে কিনা—ক'র্‌ছেন কেন?

আবদুল। আজ্ঞে, উনি তব্‌লার বোল সাধ্‌ছেন।

মরিয়ম। আজ্ঞে হুজুর, তবে কিনা—ওটা আমার—তবে কিনা—বিষম একটা রোগ, তবে কিনা—তবে কিনা—

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি। আবদুল সাহেব! আমি এখন পালাই—

মরিয়ম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তবে কিনা হুজুর—তবে কিনা—

বড় সুবে। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সব বুঝি।

মরিয়ম। তবে কি না, হুজুর, তবে কি না—

['সব বুঝি' করিতে করিতে বড়সুবেদার ও 'তবে কিনা' করিতে করিতে মরিয়মের ও তৎপশ্চাৎ আবদুলের প্রস্থান।

(সোরাবজীর পুনঃ প্রবেশ)

সোরাব। (জামা খুলিতে খুলিতে) খুব পীরিত ক'র্‌তে এসেছিলুম বাবা!

ঘেমে মলুম, জামাটা ঝুলে কালী হ'য়ে গেল - ছ্যা ছ্যা ছ্যা! এ বল্লে 'সব বুঝি'—ও বল্লে 'বোঝেন বই কি'—'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব বুঝি'—'হুজুর সব বোঝেন বই কি'। ভাগ্যিস্ 'তবে কিনা তবে কিনা' ছাড়লে, নইলে আজ আত্মহত্যা ক'র্‌তে হ'তো।

(মরিয়মের প্রবেশ)

মরিয়ম। এই যে তুমি বেরিয়ে এসেছ!

সোরাব। এলুম বই কি। ভাগ্যিস্ তুমি 'তবে কি না' ধ'র্‌লে, নইলে আজ একটা খুন খারাপি হ'তো।

(নেপথ্যে আবদুল।) মৈনু—

সোরাব। ইস্! আবার যে সুবেদার শালা আসে—আমি বারান্দায় সট্‌কাই। (জামা রাখিয়া বারান্দায় গমন)

(আবদুলের প্রবেশ)

আবদুল। ভাল লোকের পাল্লায় পড়েছিলুম্! 'সব বুঝি সব বুঝি' ক'রে সারারাত মাথা ধরিয়ে দিলে। মৈনু, চা কর্। উঃ বড় গরম—(জামা খুলিয়া রাখিতে গিয়া সোরাবের জামা দেখিয়া) একি! কার জামা?

মরিয়ম। তাই তো! এ কার জামা জানিনে তো!

আবদুল। ব'সে র'য়েছ, এ কার জামা জান না? ও বাবা! এতে যে আবার ঝুল মাথান, দেখ্‌তে হ'ল। (বারান্দায় গমন)

———

পট পরিবর্ত্তন!

দ্বিতলস্থ বারান্দা।

সোরাবজী।

সোরাব। শালা যে দরজা খুলে বেরোয়! (রেলিং সাহায্যে বারান্দার নীচে নামিবার চেষ্টা)।

(আবদুলের প্রবেশ)

আবদুল। শালা পুষি মেনির মত ঘাপ্‌টী মেরে ব'সে রয়েছে! দাঁড়াও শালাকে জব্দ ক'রে দিচ্ছি— (ভিতরে গমন)

সোরাব। লাফিয়ে প'ড়লে যমের বাড়ী, আর ধরা প'ড়্‌লে শ্বশুরবাড়ী—এখন কি করি!

(চায়ের পাত্র হস্তে আবদুল ফজেলের পুনঃ প্রবেশ)

আবদুল। দাঁড়াও শালা, মজা দেখাচ্ছি, এই গরম চা গায়ে ঢেলে দিই—

(সোরাবের গায়ে গরম চা ঢালিয়া দেওন)

সোরাব। উঃ!

আবদুল। কেমন—ঘরে ঢোকো!—পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—

(পাহারাওয়ালাদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম পাহা। ক্যা-হুয়া,—ক্যা-হুয়া—

আবদুল। চোট্টা, চোট্টা! জল্‌দি পাক্‌ড়ো—

২য় পাহা। আরে দেখো ভেইয়া—দেখো, শালা আপনা ফাঁদ্‌মে আপনে গিরা।

১ম পাহা। এইও শালা, উত্‌রো—

সোরাব। কেমন ক'রে ওত্‌রাবো রে শালা, সিঁড়ি লেয়াও—

১ম পাহা। আরে যাওতো ভেইয়া, জল্‌দি একঠো সিঁড়ি লে আও।

(২য় পাহারাওয়ালার প্রস্থান ও মই লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

সোরাব। ভাল ক'রে ধর্‌ ব্যাটা—আমি নামি—

(মইয়ের সাহায্যে নামিতে নামিতে মইয়ে জোরে ধাক্কা দেওন ও পাহারাওয়ালাদ্বয়ের পতন ও সোরাবের দ্রুত পলায়ন)

১ম পাহা। আরে চোর ভাগা—চোর ভাগা,জুড়িদার হো, জুড়িদার হো—

(পাহারাওয়ালাদ্বয়ের সোরাবের পশ্চাৎ ধাবন)

আবদুল। (বারান্দা হইতে) শালা চোখে ধুলো দিয়ে পালালো যে—(সদর দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া) পাক্‌ড়ো পাক্‌ড়ো—পাঁচ রূপেয়া বক্‌সিস্‌—

(দৌড়িয়া সোরাবের অনুসরণের চেষ্টা ও জনৈক গোয়ালিনীর সহিত ধাক্কা লাগিয়া গোয়ালিনীর দুগ্ধ সর্ব্বাঙ্গে পতন)

গোয়ালিনী। (আবদুলকে ধরিয়া) মুখপোড়া—ড্যাক্‌রা, কাণা মিন্সে—চোখে দ্যাখ না, দে আমার দুধের দাম দে—

আবদুল। চোর চোর—

গোয়ালিনী। তোর গুষ্টির মাথা—

আবদুল। মর মাগী, হাত ছাড়—চোর পালায়—চোর পালায়—

(মরিয়মের বারান্দায় প্রবেশ)

মরিয়ম। আচ্ছা হ'য়েছে! পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা, চোর—চোর—

[মরিয়মের প্রস্থান।

আবদুল। চোর—চোর—

গোয়ালিনী। চোর বইকি! ড্যাক্‌রা মিন্সে, তুইই চোর! পাহারাওয়ালা—পাহারাওয়ালা—চোর ধরেছি, চোর ধরেছি—

(পাহারাওয়ালাদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ)

১ম পাহা। আরে, কাঁহা কাঁহা—

গোয়ালিনী। আরে এই যে, ধ'রোনা—

১ম পাহা। (আবদুলকে ধরিয়া) শালা চোট্টা !

(রুলের গুঁতা দেওন)

ঝুটমুট হামলোককো হায়রাণ কিয়া। 'উধারসে ঘুম্‌কে শালা ইধার আকে খাড়া হোগিয়া, চল্ শালা থানামে।

আবদুল। হামকো পাক্‌ড়াতা কাঁহে ? চোর কোন্ হায় ?

২য় পাহা। তোম্ শালা—তোম্।

আবদুল। হাম্ ?

১ম পাহা। আল্‌বত্, চোট্টাকো ক্যা দুম্ হোতা না শিং হোতা।

২য় পাহা। হাঁ হাঁ ভেইয়া, শালা পাক্কা চোর হায়।

আবদুল। আমি চোর ?

গোয়ালিনী। না, তুমি চোর হবে কেন, ভদ্‌রনোক ! তাই আমার দুধের কেঁড়ে ফেলে দিয়ে পালাচ্ছিলে ; আর তখনই ঐ সাম্‌নের বাড়ী থেকে 'পাহারাওয়ালা-পাহারাওয়ালা' ব'লে চেঁচাচ্ছিল।

আবদুল। জানিস্, আমি সুবেদার।

১ম পাহা। সুবেদার, না চোরকা সর্দ্দার। সুবেদার হিঁয়া আয়েগা কাহেকো আস্তে রে,—ইয়ে তো কস্‌বিকা ঘর হ্যায়।

২য় পাহা। আরে ভেইয়া, সুবেদার সাবকো সেলাম দেও।

১ম পাহা। এই দেতা হ্যায়—

(রুলের গুঁতা দেওন)

আব্দুল। উঃ!

ওয়াপাহা। চল্ শালা থানামে—এ মাগী, তোম্‌বি চলো, তোম্ গাওয়া হ্যায়।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মীরসাহেবের বহির্ব্বাটী।

(মীরসাহেবের প্রবেশ)

মীর। সবই কেমন গোলমেলে রকম! কিছুই ঠিক বুঝ্‌ছিনি? ক'দিন থেকে দেখছি—এক ব্যাটা হিজড়ে কেবল বিবির কাছে আনাগোনা ক'চ্ছে। এ হিজড়ে বেটা কি ক'র্‌তে আসে! একে দেখ্‌লেই বিবি কেমন চন্‌মন্ করে! আজ আমি বাইরে যাবার নাম ক'রে একটু স'রে থাকি। এই সময়েই হিজড়েটা আসে, ব্যাপারটা কি ভাল ক'রে দেখ্‌তে হ'চ্ছে।

[প্রস্থান।

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। কই, এখনও তো হিজড়ে ছোঁড়াটা এল না। সোরাব ক'দিন এল ক'দিনই ফিরে গেল! হু'টো ভাল ক'রে কথা কইতে পেলুম না। যাই—একবার বাগানটার দিকে যাই।

[প্রস্থান।

(ওড়না হস্তে মীরসাহেবের প্রবেশ)

মীর। বিবি তো দেখ্‌ছি সটান বাগানে গেলেন। হিজড়ে বেটা ঐ

আ'স্‌ছে না! আমি এই ওড়নাখানা মুড়ি দিয়ে দাঁড়াই,—দেখি বাঁদী কি করে! (ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া বিপরীত দিকে অবস্থান)

(হিজড়ের প্রবেশ)

হিজড়ে। এই যে বিবি ব'সে রয়েছ!—এই নাওগো, খোস্‌ খবর এনেছি।
(চিঠি প্রদান)

মীর। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) দেখ্‌ছি, এখনও পবিত্রতা নষ্ট হয় নি।

হিজড়ে। কি গো, কেমন—নিশ্চিন্দি হ'লে ?

মীর। (ওড়না ফেলিয়া দিয়া গম্ভীরকণ্ঠে) হ্যাঁ হ'লুম!

হিজড়ে। অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি—আমি—

মীর। আমি কে ?

হিজড়ে। আমি—আমি—ডাক-হরকরা!

মীর। ডাক-হরকরা!

হিজড়ে। না—না—ভুলে ব'লেছি। আমি রুটি-বিস্কুটওয়ালা।

মীর। রুটি-বিস্কুটওয়ালা! মস্কারা পেয়েছ ? ডাক্‌তো পাহারাওয়ালা!

হিজড়ে। তবে না—না—আমি মাসী গো, মাসী!

মীর। ভাল—তুমি মাসী। যদি একটা উপকার কর তো বলি।

হিজড়ে। দেখ মিয়া! আমার কেমন গোলমাল ঠেক্‌ছে,—আমি তোমার কত হিত্‌কারী, তাতো চিঠি প'ড়েই বুঝেছ। তবু তুমি আমাকে পুলিসে ধরিয়ে না দিয়ে, এত মিনতি ক'র্‌ছ কেন ?

মীর। যদি তুমি আমার কথা শোন, আমি তোমায় হাজার টাকা পুরস্কার দেবো।

হিজড়ে। কেন গো!

মীর। এতে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না, অথচ আমার উপকার হবে। মাঝ্‌খান থেকে তুমি হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছ।

হিজড়ে। আচ্ছা, আমি রাজি—কিন্তু দেখো বাবা, যেন কোন ঝঞ্ঝাটে ফেলো না।

মীর। সে ভয় ক'রো না। ঐ বিবি সাহেব আ'সছে—আমি যে চিঠি দেখেছি, ব'লনা। বিবিসাহেব যা জবাব দেয়, আমায় দেখিয়ে নিয়ে যেও।

হিজড়ে। সে ব'লতে হবে না।

[মীরসাহেবের প্রস্থান

(আমিনার প্রবেশ)

কে, বিবি সাহেব যে!—আমি তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। এই চিঠি নাও।

আমিনা। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) আজ সন্ধ্যার সময় সরকারি বাগানের বটতলায় সোরাব দেখা ক'রতে ব'লেছে। (প্রকাশ্যে) দেখ, তুমি সোরাবকে ব'লো,—মীরসাহেব কা'ল সন্ধ্যা ছ'টার গাড়ীতে কোথায় মফঃস্বল যাবে। বুড়োকে ষ্টেসনে পৌঁছে দিয়ে, আমি ক'াল ছ'টার পর বাগানে যাব।

হিজড়ে। তা হ'লে আমি এখন আসি। সোরাব সাহেবকে তাই ব'লব।

[আমিনার প্রস্থান।

আমার চাই টাকা!—যে বেশী দেবে, আমি তার! যাই, চিঠিখানা মীরসাহেবকে দেখাইগে।

[প্রস্থান

——:০:——

পঞ্চম দৃশ্য।

আবদুল ফজেলের আগুনের চিমনী-বিশিষ্ট শয়ন-কক্ষ।

মৈনু।

মৈনু। (ঝাড়ন দিয়া কোচ-কেদারা মুছিতে মুছিতে) পীরিত—পীরিত—পীরিত। ঢের ঢের বিবির কাছে চাকরী ক'রেছি—কিন্তু এমন পীরিত-বাজ মেয়ে মানুষ তো কখনও দেখিনি। সকাল নেই—সন্ধ্যা নেই—সময় নেই—অসময় নেই—দু'টিতে মুখোমুখী ক'রে ব'সে থাকা। সুবেদার যে বদরাগী—আমার কোন্ দিন গর্দানা যাবে দেখ্‌ছি। ছা'ড়তেও ত পাচ্ছিনি! মাগী আমাকেও যেন যাদু ক'রেছে! তা ছোঁড়াটার আর দোষ দোবো কি!

[প্রস্থান।

(সোরাবজী ও মরিয়মের প্রবেশ)

সোরাব। কি ক'রে বসি বলো। এখনি কোথা থেকে এসে ধূমকেতুর মত উদয় হবে! আরতো ভাই, আমি চোরা-কুটুরীর ভেতর সেঁধুতে পা'র্‌বো না!

মরিয়ম। কেন, তুমি ত এমনি সব ফ্যাসাদই চাও। ফ্যাসাদ নইলে তোমার পীরিত জমে না!

সোরাব। ফ্যাসাদ ব'লে কি গায়ে গরম চা ঢালা! চোর-কুটুরী! ও বাবা! ফিট্‌ফাট্ ঢুক্‌লুম—বেরিয়ে এলুম—কালী ঝুল-মাখা ভূত! মশার কামড়ে গা দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া হ'য়ে গেছে! তাকেও পার আছে—তার ওপর আবার সেই "সব-বুঝি" শালা—

মরিয়ম। তুমি মিছে কেন ভয় ক'চ্ছ? সেই হাঙ্গামার রাত থেকে আর তো সুবেদার আসেনি বোধ হয় আসবেও না।

সোরাব। খুব আস্‌বে—খুব আস্‌বে! সেও আস্‌বে, আর "সব-বুঝি" শালাকেও সঙ্গে ক'রে আন্‌বে।

(নেপথ্যে আবদুল ফজেল।) ইয়াকুব!

সোরাব। ঐ নাও—আমি এই চিমনীর ভেতর ঢুক্‌লুম। তোমরা এখন সারারাত সব-বোঝা-বুঝি কর। (চিম্‌নীর ভিতর প্রবেশ)

(আবদুল ফজেলের প্রবেশ)

আবদুল। দর্জ্জি ভায়া তো তোমার পীরিতের ঠ্যালায় মক্কায় গিয়ে উঠেছে। এ অধীন যে কোথায় গিয়ে উঠ্‌বে, তার ঠিক নেই।

মরিয়ম। কেন গো!—

আবদুল। আর কেন! যতদূর হবার হ'য়েছে—লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নাই। সেই চোর ব্যাটার পেছনে তাড়া ক'রে নাকালের একশেষ,—হাজত-বাস—রুলের গুঁতো, চাক্‌রীটা ছিল,—ব্যস্—তাও এই সুনামে খ'সে গেছে।

মরিয়ম। সে দোষ কি আমার? তুমিই ত আমায় মিছিমিছি সন্দেহ ক'রে অতটা কাণ্ড বাধালে!

আবদুল। সন্দেহ কি আর সাধে আসে? ভোর রেতে শোবার ঘরে ঝুলমাখা জামা!—যাগ্‌গে যা হবার হ'য়ে গেছে। এস এখন একটুকু আরাম ক'রে বসা যা'ক্। বড্ড শীত! চিমনীটাতে আগুন্ দিক্।

মরিয়ম। না—না—তেমন শীত কৈ?

আবদুল। মেয়েমানুষের শীতটে একটু কম। চব্বিশ ঘণ্টা গরমে থাকে কি না! তুমি বরং ঐ দিক্‌টায় ব'সো, আমি চিম্‌নীর দিক্‌টায় বসি। মৈন্নু, একবার এদিকে আয়তো।

(মৈন্নুর প্রবেশ)

মরিয়ম। (স্বগত) কি হবে! এখনি ত জ্যান্ত পুড়িয়ে মা'র্‌বে দেখ্‌ছি!

(ইঙ্গিতে মৈনুকে অগ্নি জ্বালিতে নিষেধ করিল)

মৈনু। কয়লাগুলো ভিজে গ্যাছে যে!—

আবদুল। বটে! (স্বগত) ও বাবা! এ যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ্‌ চ'ল্‌ছে দেখ্‌ছি! এই সেদিন সৌখিন চোর এসেছিল—ব্যাপারটা কি! (প্রকাশ্যে) চুপ্‌ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?—জ্বাল্‌ না।

মরিয়ম। ওগো, কি ক'রে জ্বাল্‌বে? কয়লাগুলো যে সব ভিজে! এখনি ধোঁয়ায় ধোঁয়া হবে। শেষে পীরিত ক'র্‌তে এসে কি হাপুস্‌ নয়নে ব'সে কাঁদ্‌বে? আমার বাবু চোখে ধোঁয়া সয় না। তুই যা মৈনু, খাবার দাবার যোগাড় দেখ্‌গে। হ্যাঁগা, এই ক'দিনে তুমি কেমন রোগা হ'য়ে গেছ! একটু মদ্‌ টদ্‌—মাংস টাংস আনাই না! আমি নিজে হাতে চপ্‌ গ'ড়্‌বো এখন। তোমার বাবু ও গোম্‌ড়া মুখ আমার ভাল লাগে না। চাকরী কি কারুর যায় না! মৈনু, তুই হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা না—ঐ বুঝি বেলফুল যা'চ্ছে। দু'ছড়া ভাল দেখে গ'ড়ে আন্‌তো—

আবদুল। (স্বগত) কেবলই কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা! (প্রকাশ্যে) গ'ড়ে আমি ডাক্‌ছি। মৈনু, তুই আগুন কর্‌। আবার দাঁড়িয়ে রইল! আচ্ছা, আমি জ্বাল্‌ছি—(অগ্নি জ্বালাইয়া দেওন) দিব্বি শুকনো কয়লা,—ন্যাকামি হ'চ্ছিল! আর হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? যা, চা তৈরি ক'রে নিয়ে আয়।

[মৈনুর প্রস্থান।

মরিয়ম। (স্বগত) আগুন তো জ্বালিয়ে দিলে! আমি চোখের ওপর এ ভয়ানক ব্যাপার দেখ্‌তে পা'র্‌বো না—স'রে যাই। (প্রস্থানোদ্যতা)

আবদুল। তুমি অমন ক'র্‌ছ কেন? এই খানে ব'সো।

মরিয়ম। (স্বগত) উঃ! আর তো সয় না!

আবদুল। এ কি! তোমার চোখ দিয়ে জল প'ড়্ছে যে!

মরিয়ম। আমার চোখে ধোঁয়া সয় না।

আবদুল। চিমনীর ভেতর ঝট্‌পট্ করে কি? বেরাল না কি!—না কুকুরটা ভেতরে গিয়ে রয়েছে! (তাড়াতাড়ি চিমনীর দরজা খুলিয়া) একি! মানুষের পায়ের মত কি! সত্যি সত্যিই মানুষ যে! (ঈষৎ দগ্ধাবস্থায় চিমনীর ভিতর হইতে সোরাবকে টানিয়া বাহির করিয়া) এ সব ব্যাপার কি!—কে তুই?—

সোরাব। আমি—আমি চোর।

আবদুল। সন্ধ্যে বেলা চোর!—ন্যাকামি! বল্ তুই কে? মরিয়ম, সত্যি কথা বল'—এ কে?

মরিয়ম। বোধ হয়, আমাদের ঝিয়ের কেউ হবে। বাড়ীতে ঢুকে লুকিয়ে ছিল,—সময় মত তার ঘরে যেত—

আবদুল। হুঁ, তাই বটে!—ডা'ক বেটীকে, মজা দেখাচ্ছি।

[মরিয়মের প্রস্থান।

(মৈনুর সহিত ইসারায় কথোপকথন করিতে করিতে মরিয়মের প্রবেশ)

আবদুল। ও বাবা! কেবল টেলিগ্রাফ্! আচ্ছা, বল্ মাগী, এ তোর কে?

মৈনু। এ আবার আমার কে!

আবদুল। সত্যি কথা বল্—নইলে মেরে ফেলবো।

মৈনু। আমি কিছু জানিনি।

আবদুল। চালাকি রাখ্—ও সব আমি ঢের জানি।

মৈনু। (ক্রন্দনের সুরে) কি ব'লবো— (মরিয়মের প্রতি দৃষ্টি)

আবদুল। এতে আর কান্না কি? বল' না।

আবদুল। হ্যাঁ,—তা বুঝেছি বৈ কি! এ তোর মানুষ,—তুই স্বীকার কচ্ছিস্?

সোরাব। (স্বগত) এ যে উল্টো বিপত্তি দেখ্‌ছি! মজা মন্দ নয়! (প্রকাশ্যে) ধর্ম্ম অবতার! বিচারটা এক তরফা হ'চ্ছে—আমারও তো কিছু স্বীকার করা দরকার।

আবদুল। চোপ্‌ ব্যাটা—

সোরাব। আজ্ঞে,—যে আজ্ঞে।

আবদুল। মৈনু! কথা কচ্ছিস্ না যে? তা হ'লে ঠিক ও তোর ভালবাসার লোক? বেশ,—ওকে তুই চুমো খা।

মৈনু। ওমা, কোথা যাব গো!

আবদুল। ঢের ন্যাকামি হয়েছে,—চুমো খা—নৈলে গুলি ক'র্‌বো।

মৈনু। (সোরাবের নিকটবর্ত্তী হওন)।

সোরাব। (ঘৃণায় বদন বিকৃত করিয়া) ওয়াক্!—পীরিতে পিত্তি গুলিয়ে উঠ্‌ছে বাবা!

আবদুল। বিবি, দ্যাথ'—দ্যাথ'—মুখ ফেরাচ্চ কেন?

মরিয়ম। তুমি দেখ্‌তে ভালবাস—চোখ ভ'রে দেখ! আর তোমার ঘৃণা নাই,—লজ্জা নাই,—তাই আমায় এই দেখ্‌তে ব'লছো—শুন্‌তে ব'লছো! আমি বেশ্যা হ'লেও স্ত্রীলোক!

আবদুল। শোন্ ব্যাটা, শোন্!—শুন্‌ছিস্?

সোরাব। আজ্ঞে,—শুন্‌ছি বই কি।

আবদুল। ইয়াকুব—

(নেপথ্যে ইয়াকুব) হুজুর।

(ইয়াকুবের প্রবেশ)

আবদুল। শোন্—(কানে কানে কথোপকথন করিয়া প্রকাশ্যে) বুঝ্‌লি,—

ইয়াকুব। যো হুকুম।

[প্রস্থান।

সোরাব। হুজুর, এর উপর আবার মোল্লা কেন?

আবদুল। তোকে গোল্লা খাওয়াব রে ব্যাটা!—তোকে গোল্লা খাওয়াব।

সোরাব। আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

আবদুল। (স্বগত) উঃ কি শয়তানি! আপনার জন্যে মানুষ এনে ঝি বেটীর উপর দিয়ে চালাচ্ছে! কিন্তু ঝি বেটীও এ চক্রান্তে আছে,—বেটী দুষী—দূতী। আজ ব্যাটা-বেটীকে উপযুক্ত ইনাম দিয়ে ছেড়ে দোব।

(ইয়াকুব ও মোল্লার প্রবেশ)

আবদুল। আদাব! মোল্লাসাহেব, এই বাঁদী আর এই বাঁদর পরস্পর পাণিপ্রার্থী। আপনি এখনি এদের নিকে দিয়ে দিন্।

মোল্লা। কেমন হে, তুমি একে নিকে ক'র্‌তে রাজি?

সোরাব। আজ্ঞে,—সেই রকমই ত শুন্‌ছি। তবে একটা ধোঁকা ঠেক্‌ছে—আমি পার্সী—আর ও মুসলমানী। এ জোড়-কলম বাঁধ্‌বে কি ক'রে হুজুর?

আবদুল। বাঁধ্‌বে রে ব্যাটা!—বাঁধ্‌বে। পীরিত বাঁধ্‌লে, সব বাঁধে!

সোরাব। আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

আবদুল। তুই ব্যাটা মুসলমান হ—

সোরাব। হুজুর, বান্দার একটা আবদারও তো রাখ্‌তে হয়! ঐ সাম্কি-মুখী বুড়ী-মানিই কেন পার্সিনী হ'ক না?

মেহু। আমি জাত দেব না।

আবদুল। তবে আর কি হবে,—তুই ব্যাটাই মুসলমান হ।

আবদুল। মোল্লা সাহেব, আপনার কার্য্য আরম্ভ করুন।

মোল্লা। উত্তম। বিবাহের সাক্ষী হবে কে?

আবদুল। আপনি, আমি, ইয়াকুব আর এই মরিয়ম বিবি।

মোল্লা। বেশ, এতে সই কর। (সোরাব ও মৈনুর প্রতি) তোমরা আজ থেকে ধর্ম্মতঃ বিবাহিত হ'লে—

(মরিয়ম ব্যতীত সকলের সহি করণ)

আবদুল। (মোল্লার হস্ত হইতে কাগজ লইয়া মরিয়মের প্রতি) তুমি সই কর! (মরিয়মের ইতস্ততঃ করণ) দেরী ক'চ্চ কেন? সই কর—

(মরিয়মের দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিত-হস্তে সহি করণ)

সোরাব। ফ্যাসাদ ফ্যাসাদ ক'রে আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধালুম বাবা! ছিলুম উপপতি, হলুম ধর্ম্মপতি। হুজুর, একটা নিবেদন করি,—যে হাল ক'রেছেন, এর চেয়ে যে আর বেহাল ক'র্‌বেন না, তা জানি। এখন অনুমতি করুন, আমি আসি।

আবদুল। যাবি কি রে ব্যাটা—যাবি কি! বাসর-ঘরে ব'স্‌বি নি? চল্ ব্যাটা চল্,—বাসর ঘরে ব'স্‌বি চল্।

সোরাব। আজ্ঞে—যে আজ্ঞে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সরকারী বাগানের এক পার্শ্ব।

মেষচারক বালকগণ ও বালিকাগণের প্রবেশ

গীত।

বালকগণ। বাঁশী বাজে রে তালে তালে।

বালিকাগণ। বুনো হরিণী ভুলে তাই পড়ে জালে॥

বালকগণ। বাঁশী ভোলাতে জানেনা ভুলে বাজে,

বালিকাগণ। মোহন সুরে মন বসেনা কোন কাজে—

মধুর বাঁশী মধুর সুরে শুধু মধু ঢালে।

বালকগণ। বাঁশী বাজে রে তালে তালে॥

বালিকাগণ। ব্যথাত বোঝেনা ব্যাধের বাঁশী,

বালকগণ। বাঁশী আপন-হারা বাজে দিবানিশি;

বালিকাগণ। বাঁশী প্রাণনাশী—অবলা কি জ্বালা—

বুকে জ্বালে।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

সরকারী বাগান।

বটবৃক্ষ-তল।

(সোরাব-বেশী হিজড়ের সহিত মীরসাহেবের প্রবেশ)

এলে, তোমায় যা শিখিয়ে দিয়েছি—তাই ব'লে চ'লে যেও। ঐ আমিনা আস্‌ছে—আমি লুকুই।

[মীর সাহেবের অন্তরালে গমন।

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। বুড়ো মড়া যেন ছিনে জোঁক,—ষ্টেশন অবধি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তবে ছাড়্‌লে! সোরাব কি আমায় না দেখ্‌তে পেয়ে ফিরে গেল! এই যে—এই যে—আমার আঁধার ঘরের চেরাক! বলি, কিসের এত রাগ? অমন ক'রে ঘাপ্‌টি মেরে কেন ব'সে? কাছে এসে ভালবেসে, দু'টো কথা কও হেসে হেসে! আজ আবার একি নূতন ঠাট! মনে ক'রেছ অগ্নি ক'রে আমায় তাড়াবে! তা পা'চ্ছ না বঁধু! এই তোমার পাশে ব'স্‌লুম—

(সোরাবজীর প্রবেশ)

সোরাব। আমিনা!

হিজড়ে। দাদাবাবু এসেছ! দেখ—দেখ, দিদিমণি আমায় সাজিয়ে গুজিয়ে পাশে বসিয়ে কত রঙ্গরস ক'রছে। ছ্যা ছ্যা আমার লজ্জা করে—লজ্জা করে!

আমিনা। একি! এ সেই হিজড়ে! ছি ছি কি ঘৃণা!—কি লজ্জা!

সোরাব। আজ একি নূতন কথা বিবিসাহেব! ঘৃণা-লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়েই তো, এ পথে আমরা পা দিয়েছি।

আমিনা। এখন এ কথা ব'ল্‌বে বই কি! তুমিই না আমায় চিঠি লিখে ডেকেছিলে—এখানে আস্‌তে ব'লেছিলে?

সোরাব। সে বকৃমারি ক'রেছিলুম বই কি বিবিসাহেব! কিন্তু কেন

তোমায় আস্‌তে ব'লেছিলুম, জান? তোমায় ব'ল্‌বো ব'লে, যে এ পথে সুখ নেই।

আমিনা। আমি আত্মহত্যা ক'র্‌বো।

সোরাব। এটা যে রাগের কথা হ'ল বিবিসাহেব!—শরীরটা তো তোমার এখন পর্য্যন্ত কো্নও অপরাধ করে নি! খামকা তাকে কেন বরখাস্ত ক'র্‌বে! অনেক দিনের পুরোনো চাকর—রাখ্‌লেই কিছু না কিছু উপকার পাবে।

আমিনা। উপকার! একে যত্ন ক'রে উপাদেয় আহার দিয়ে পোষণ ক'রেছি—বসন-ভূষণ দিয়ে সাজিয়েছি—কেবল কু-লোকের কু-দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য! এ রূপের ফাঁদ কেবল সর্ব্বনাশের জন্য সৃষ্ট হ'য়েছে!

সোরাব। বিবি সাহেব, কোন কাঠ পোড়ে—কোন কাঠ হ'তে আবার দেবশরীর গঠন হয়—কাঠের অপরাধ কি? তুমি তাকে যেমন ব্যবহার ক'র্‌বে।

(মীর সাহেবের প্রবেশ)

মীর। এই যে আমিনা!—তুমি কে হে?

সোরাব। আমি ত—মীর সাহেব, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন! সেই ওস্তাদ-রূপে আপনার বাড়ীতে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। বিশ্বাস না হয়, বলেন তো একবার রাগিণী ভাঁজি—

মীর। [illegible]জাচ্ছি! আমিনা, তুমি এখানে কি জন্য এসেছ?

আমিনা। আমি এই যুবকের জন্য এসেছিলুম।

মীর। তুমি কি জন্য?

সোরাব। আজ্ঞে [illegible] জন্য! সাহেব, মাপ করেন তো একটা কথা বলি—আপনি হেথায় কি জন্যে?

(আবদুল ফজেলের প্রবেশ)

আবদুল। এই যে ডাক্তার সাহেব! আজ ক' রাত্তির ঘুম হ'চ্ছে না! তুই ব্যাটা সেই চিম্‌নী-পোড়া না?

সোরাব। আজ্ঞে, ঠিক ধ'রেছেন।

আবদুল। ব্যাটা ভারি পাজি!

সোরাব। আজ্ঞে—সে পরিচয় ডাক্তার সাহেব পূর্ব্বেই পেয়েছেন!

মীর। সুবেদার সাহেব, চিমনী-পোড়া কি?

আবদুল। ওকেই জিজ্ঞাসা করুন না!

সোরাব। কি জানেন, আত্মপ্রশংসা ক'র্‌তে নেই—মহা-পাপ। আপনি তো সেদিন ঘটক ছিলেন; বর-কন্যার গুণগান ঘটকেই ক'রে থাকেন।

মীর। চিম্‌নী-পোড়া কি সাহেব?

আবদুল। (স্বগত) তাইতো—বেশ্যালয়ের কথা ভদ্রলোকের কাছে প্রকাশ করি কি ক'রে। আজ্ঞে—আজ্ঞে—

মীর। তোমাদের ভাবগতিক তো কিছু বুঝ্‌তে পা'র্‌ছিনে। এদিকে ওকে মুখে ব'ল্‌ছ পাজি—

আবদুল। পাজি! ব্যাটা পাজির পা-ঝাড়া!

মীর। সে আমি বিলক্ষণ জানি।

আবদুল। মশাই কেমন ক'রে জা'ন্‌লেন?

মীর। (স্বগত) তাইতো, ঘরের কলঙ্কের কথা পরের কাছে বলি কেমন ক'রে! (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে—আজ্ঞে—

আবদুল। 'আজ্ঞে আজ্ঞে' কি মশাই?

মীর। তোমারই বা 'আজ্ঞে আজ্ঞে' কিসের হে? ভদ্রলোককে গালাগালি দিয়ে 'আজ্ঞে আজ্ঞে'!—চালাকি পেয়েছ?

আবদুল। বটে, ভদ্রলোকের নিন্দে ক'রে ন্যাকাম!

সোরাব। এই দেখুন মশাই, গরিব কিছু জানে না!—আপনারা দু'জনে বোঝাপড়া করুন—বিচার করুন।

আবদুল। নিশ্চয়—নিশ্চয়—

মীর। বল্ ব্যাটা, তোর 'আজ্ঞে আজ্ঞে' কি?

আবদুল। তুই বল ব্যাটা,—নেইতো খুন করেগা।

মীর। তোর নামে মানহানির দাবি করেগা।

(দ্রুতবেগে মৈনু ও মরিয়মের প্রবেশ)

মৈনু। প্রাণেশ্বর!—প্রাণেশ্বর!—এই যে আমার প্রাণেশ্বর!—

সোরাব। ইস্, বেড়ে ফার্স্ হ'চ্ছিল,—বেটী কোত্থেকে এসে ট্রাজেডি ক'রে তুল্‌লে!

মৈনু। প্রাণেশ্বর—তুমি এখানে কেন? ঘরে চলো।

মরিয়ম। বটে! বাঁদীর বাঁদীর এত আস্পর্দ্ধা,—আমার পেয়ারের হাত ধরিস্?—হাত ছাড়্ ব'ল্‌ছি।

মীর। এরা আবার কারা?

সোরাব। আজ্ঞে, ওদেরই জিজ্ঞাসা করুন না?

মীর। তোমায় যে প্রাণেশ্বর ব'ল্‌ছে?

সোরাব। ওর সখ্; ব'ল্‌ছে, আর কি ক'র্‌ছি বলুন!

মৈনু। সখ্! তোমার সঙ্গে আমার নিকে হয়নি? এই সুবেদার সাহেব গাওয়া!—বলুন না?

আবদুল। সে মিছে নিকে রে বেটী, মিছে নিকে! আমি মোল্লা সাজিয়ে এনেছিলুম।

মীর। তুমি এদের চেন নাকি?

আবদুল। তুমি ওকে চেন নাকি?

মীর। খুব করি—চিনি; তোর কি?—তুই এদের চিনিস্?

আবদুল। চিনি বেশ করি—তোর কি!

সোরাব। শ্রাদ্ধ ক্রমে গড়ায় দেখ্‌ছি,—আত্মমুখে পাপ ব্যক্ত করা ভাল। সাহেব, আপনারা ক্ষান্ত হ'ন,—আমি সব কথা খুলে ব'ল্‌ছি।

মীর। খবরদার—মার ডালেগা।

আব্দুল। হুঁসিয়ার—খুন করেগা।

সোরাব। সাহেব, দাঙ্গা খুনের ভয় সোরাব রাখে না। বাপ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন—সেই টাকা নিয়ে আমোদ করাই জীবনের সার মনে ক'রেছিলুম। ক্রমে সে প্রবৃত্তি এমন বেড়ে উঠ্‌লো যে, বেশ্যা, কুলস্ত্রী কিছুই বাছ্‌তুম না। সুন্দরী দেখ্‌লেই আমোদ ক'র্‌বার জন্য মন ধাওয়া ক'র্‌ত—কিন্তু ঐ আমোদ করা অবধি। জগদীশ্বরের দোহাই,—আমার দ্বারা কারুর ধর্ম্মের কথন' অনিষ্ট হয় নি। আমোদের সঙ্গে একটু আরাম ক্যাসাদ না থা'ক্‌লে, আমার আমোদই হ'ত না। ক্যাসাদ ক্যাসাদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্রমে একদিন:বিষম ফ্যাসাদ উপস্থিত হ'ল—এই অপরূপ স্ত্রীরত্ন আমার গলায় প'ড়লো! বুঝ্‌লুম, ফাঁসি কাঠে না উঠেও—এমন ফাঁসি গলায় পড়ে, যার জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়! আজ আমার—মোল্লা মিছে—নিকে মিছে!—তা হোক, কিন্তু সেই দিন থেকে আমার চক্ষু খুলেছে।

। সোরাব, তোমার দোষ যতই হোক, তুমি সরলপ্রকৃতি! আমারও আজ চক্ষু খুলেছে—তেজপক্ষে বিবাহ ক'রেছিলুম, টাকার মোহে—টাকা স্বপ্ন দেখ্‌তুম। স্ত্রী একটা আস্‌বাবের মধ্যে ছিল—তার দিকে কথন' ফিরে চাই নি। ভালবাসা দিয়ে যে ভালবাসা কিন্‌তে হয়, পত্নীপ্রেমও যে স্বামীকে অর্জ্জন ক'র্‌তে হয়, সে কথা ভাবিনি—বুঝিনি। আজ যথেষ্ট আক্কেল পেয়েছি। আমিনা, ঘরে চল। আজ থেকে দু'জনে নূতন সংসার পাতিগে।

আমিনা। স্বামী! প্রভু! আমার ইহপরকালের ঈশ্বর! আমায় মার্জ্জনা ক'র্‌বে! আর কি আমায় চরণে স্থান দেবে?

মীর। নিশ্চয়! তোমার স্থান আমার হৃদয়ে। তোমাকে মার্জ্জনা না ক'র্‌লে, আমি নিজেকে নিজে কেমন ক'রে মার্জ্জনা ক'র্‌বো!

আবদুল। মীরসাহেব, আমিও এই নাক মল্‌ছি—কান মল্‌ছি। টাকার মোহে বা বেশ্যার মোহে যে স্ত্রীর মুখ চায় না, একদিন তাকে আমার মত নাক-কান মলা খেতেই হবে।

মৈমু। হায় হায়! কি বখ্‌ত! এমন খসম হাতছাড়া হ'য়ে গেল!

সোরাব। সে জন্য দুঃখ ক'রনা ঠান্‌দিদি! আমি মাস মাস তোমার পূজোর উপকরণ যোগাব।

মৈমু। তুমি বেঁচে থাক বাবা—বেঁচে থাক।

মরিয়ম। হায় হায়! মাঝখান থেকে আমিই মারা গেলুম!

সোরাব। ভয় নেই বিবি! যতদিন তোমার রূপ আছে—ততদিন অনেক সুবেদার,—অনেক সোরাব,—তোমার উপাসনা ক'র্‌বে!—রূপের ফাঁদ বড় বিষম ফাঁদ! আমি তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি! এ কাজে কারুর কখন' সুখ হয় না! এই নাক-মলা—এই কান-মলা!!

[সকলের প্রস্থান।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

রঙ্গিণীগণ।

গীত।

হাসির কথা—হাসি মুখে যাও ঘরে।
সরল প্রাণে ভালবাসি—সরল হাসি অধরে॥
দুনিয়া রূপ-রসের রঙ্গালয়,
রূপের ফাঁদ পাতা, ভুবনময়,
যুবো বুড়ো সমান নাকাল হয়,—
কখন হাসির লহর ছোটে, কখন নয়ন-ধারা বয়।
এ রসের বাসর, হাসির আসর, কেঁদনা [illegible]॥

—•—

যবনিকা।